সরল ব্যাকরণ।

বর্ত্তমানাবস্থ বঙ্গভাষা শিক্ষার্থ সরল
ভাষায় লিখিত।

প্রথম ভাগ।

GRAMMAR
OF
THE BENGALI LANGUAGE.

PART I.

Calcutta:

PRINTED BY PEARYMOHUN BANOORJIA NO. 7 SAKRAPARRAH
LANE BOWBAZAR.

1858.

বিজ্ঞাপন।

ব্যাকরণ শাস্ত্র অতি দুরূহ। এ নিমিত্ত অনেকেই তৎপাঠে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করেন না। অনেকেই প্রবৃত্ত হইয়াই নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। অনেকে এই শাস্ত্রকে এরূপ অপ্রীতিকর বোধ করেন, যে ইহার অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের নাম শ্রবণ মাত্রেই ভীত হইয়া উঠেন। কিন্তু ব্যাকরণ শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি না জন্মিলেও ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া নিতান্ত দুঘট। অতএব, এই শাস্ত্র এরূপ সহজ প্রণালীতে প্রণীত হওয়া উচিত, যে শিক্ষার্থিবৃন্দের তৎপাঠে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। পূর্ব্বে কোন কোন মহাশয় বঙ্গভাষা শিক্ষার্থ কয়েক খানি ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সে সকল ব্যাকরণ দ্বারা ভাষা শিক্ষার বিশেষ আনুকূল্য হয় নাই।

কোন কোন মহাশয় কেবল ইতর ভাষাকেই প্রকৃত বঙ্গভাষা বোধ করিয়া তদ্বিষয়ে বাহুল্য উপদেশ দিয়াছেন। তাহাও এমন অস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে, যে সহজে তাহার তাৎপর্য্যগ্রহ হইবার বিষয় নহে। কোন কোন মহাশয় এরূপ দুরবগাহ অসম্বদ্ধ প্রণালীতে ব্যাকরণের সূত্র সমস্ত রচনা করিয়াছেন, যে তাহা সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অপেক্ষাও দুরূহ ও নীরস হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন মহাশয় সন্ধি, ষত্ব, ণত্ব প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রধান অঙ্গ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া অতি অকিঞ্চিৎকর অঙ্গ সমুদায়ের উপদেশ দানে শত মুখ ধারণ করিয়াছেন। কোন কোন মহাশয় সাঙ্কে-

ত্তিক শব্দে স্ব স্ব ব্যাকরণ পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ছাত্র-দিগের কেবল তৎসমুদায়ের মর্ম্মপরিজ্ঞানার্থ যত সময় ও পরিশ্রম লাগে, তত সময়ে ও তত পরিশ্রমে তাহারা ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে।

অতএব, সুপ্রণালীসিদ্ধ বাঙ্গলা ব্যাকরণের অসদ্ভাব দেখিয়া এই ব্যাকরণ প্রস্তুত করা গেল। ইহাতে বর্ত্তমানাবস্থ বঙ্গভাষা শিক্ষোপযোগী ব্যাকরণের সমগ্র বিষয় নিবেশিত হইয়াছে। এবং যে যে স্থলে বৈয়াকরণদিগের পরস্পর বিবদমান বিরুদ্ধ মত সমস্ত দৃষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায় বিচার দ্বারা এক কালে খণ্ডন করা গিয়াছে। আর শিক্ষার্থীবৃন্দের সুখবোধার্থ প্রতি সূত্রের নীচেই উদাহরণ প্রদর্শন করা গিয়াছে। এবং সমুদায় বিষয় এরূপ সহজ প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে, যে শিক্ষার্থীদিগের তাহা পাঠে সহজেই প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। এই ব্যাকরণ নিভান্ত গুরূপদেশ সাপেক্ষ নহে। বুদ্ধিজীবী বিষয়ী লোকেরাও নয়নের আলস্য পরিহার পূর্ব্বক ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দুরূহ ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবেন।

বিদ্যালয়স্থ উচ্চ, নীচ সকল শ্রেণীর ছাত্রেরাই এই ব্যাকরণ পাঠের অধিকারী হইবেন। নীচ শ্রেণীস্থ ছাত্রেরা সংখ্যা সংযুক্ত কিঞ্চিৎ বড় অক্ষরে মুদ্রিত বিষয় সমস্ত পাঠ করিয়া ব্যাকরণের স্থূল স্থূল বিষয় শিক্ষা করিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রেরা ইহার সমুদায় বিষয় অধ্যয়ন করিয়া ব্যাকরণের সমগ্র বিষয় শিক্ষা করিতে পারেন।

কলিকাতা,—১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৫।

সরল ব্যাকরণ।

যে শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধ রূপে লিখন, পঠন ও বাক্য কথনের ক্ষমতা জন্মে, তাহার নাম ব্যাকরণ।

বর্ণ বিবেক।

১। বঙ্গভাষায় বর্ণ সংখ্যা সমুদায়ে ৪৫ টী মাত্র। এই বর্ণ দুই প্রকার, স্বর ও হল। স্বরবর্ণ অন্য বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বয়ং উচ্চারিত হয়। যথা— অ আ ই ঈ ইত্যাদি। হল বর্ণ স্বর বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বয়ং উচ্চারিত হয় না। যথা—ক্ অ ক, খ্ অ খ, গ্ অ গ, ইত্যাদি। প্রকারান্তর যথা— ব্ অক্, চ্ এচ্, ত্ বৎ ইত্যাদি।

এই কারণেই শৈবদর্শনাদি শাস্ত্রে হল বর্ণকে পুরুষ এবং স্বর বর্ণকে প্রকৃতিশক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন পুরুষ প্রকৃতিশক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে কখনই সক্রিয়

হইতে পারে না, তদ্রূপ স্বরশক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে হল সকল কখনই সক্রিয় অর্থাৎ উচ্চারণ যোগ্য হইতে পারে না। বস্তুতঃ স্বর হল উভয় বর্ণ মধ্যে স্বর বর্ণই প্রধান।

স্বর বর্ণকে অচ্ এবং হল বর্ণকে ব্যঞ্জন ও হস্ও বলা যায়। কেহ কেহ কহেন, হকারের পর আর এক লকার আছে, এজন্য ব্যঞ্জন কর্ণকে হল বলা যায়।

স্বর বর্ণ।

২। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ এ ঐ ও ঔ এই ত্রয়োদশ মাত্র স্বরবর্ণ।

বঙ্গদেশ প্রচলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে দীর্ঘ ৯কারের স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। বোধ হয়, এই কারণেই বঙ্গভাষার বৈয়াকরণেরা দীর্ঘ ৯কার স্বীকার করেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতেও দীর্ঘ ৯কার সম্বলিত শব্দের ব্যবহার নাই। . তবে সেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে শক্৯দন্ত এই পদ মাত্র দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষায় বেদাদিতে দুই একটী দীর্ঘ ৯কার সম্বলিত শব্দ থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু বঙ্গভাষায় তাহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। যদি প্রয়োগই না হইল, তবে বঙ্গভাষার বর্ণমালার মধ্যে দীর্ঘ ৯কারের উল্লেখ করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে অনুস্বার ও বিসর্গ অকারের সহিত সংযুক্ত হইয়া স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া

থাকে। কিন্তু ইহাদের কিছুমাত্র স্বরধর্ম্ম নাই। স্বরবর্ণ অন্য বর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বয়ং উচ্চারিত হয়। ইহারা সেই রূপ স্বয়ং উচ্চারিত হওয়া দূরে থাকুক, হল বর্ণের ন্যায় স্বরকে অন্তঃস্থ করিয়াও উচ্চারিত হইতে পারে না। কোন স্বর কিম্বা হল বর্ণের অন্তে সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। অন্য বর্ণে সংযুক্ত হইলেই যে প্রধান রূপে উচ্চারিত হয়, তাহাও নহে, সেই বর্ণের উচ্চারণানুসারে উচ্চারিত হইয়া থাকে। তবে এই মাত্র বিশেষ, যে অনুস্বার সংযোগে বর্ণের সানুনাসিকতা ও বিসর্গ সংযোগে কাঠিন্য সম্পাদন হয় মাত্র। যেমন কোন বর্ণের সানুনাসিকতা সম্পাদনার্থ ঁ চন্দ্রবিন্দু নামক চিহ্নের প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ বর্ণের সানুনাসিকতা ও দার্ঢ্য সম্পাদনার্থ অনুস্বার ও বিসর্গের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অতএব, অনুস্বার ও বিসর্গকে স্বতন্ত্র স্বরবর্ণ বলা দূরে থাকুক, স্বতন্ত্র হল বর্ণও বলা যাইতে পারে না। যদি ইহাদিগকে এক এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলা যায়, তবে চন্দ্রবিন্দুকেও এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া কেন স্বীকার করা না যায়। আর বৈয়াকরণশিরোমণি পাণিনি মুনি স্বর ও হল উভয় বর্ণ মধ্যে অনুস্বার ও বিসর্গকে নিবিষ্ট করেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, যে অনুস্বার এবং বিসর্গ স্বতন্ত্র বর্ণ নহে, তাহা হইলে তিনি অবশ্য স্বর কিম্বা হল বর্ণ মধ্যে ইহাদিগের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতেন। তিনি ইহাদিগকে অন্য বর্ণের আশ্রিত বলিয়া গজকুম্ভাকৃতি ও বজ্রাকৃতি নামক চিহ্নের সহিত সমান রূপে গণনা করিয়াছেন। যথা—

অনুস্বারো বিসর্গশ্চ কপৌ চাপি পরাশ্রিতৌ।

আর, প্রায় বৈয়াকরণ মাত্রেই অনুস্বার ও বিসর্গ সন্ধিকে স্বতন্ত্র প্রকরণে নিবিষ্ট করিয়াছেন। যদি অনুস্বার ও বিসর্গ স্বর কিম্বা হলবর্ণ মধ্যে গণ্য হইত, তবে তাঁহারা অবশ্যই স্বর কিম্বা হলসন্ধি মধ্যে ইহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতেন। আর তাহা হইলে কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, কি বঙ্গ, কি ব্রজ, কি উৎকল প্রকৃতি সকল ভাষার কবিতা মাত্রেই অনুস্বার ও বিসর্গ একটী স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইত। বিশেষতঃ স্বতন্ত্র বর্ণ হইলে ইহারা কদাপি স্বরবর্ণে যুক্ত হইতে পারিত না। সুতরাং অনুস্বার ও বিসর্গ যে স্বতন্ত্র বর্ণ নহে, ইহা আর বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু হল বর্ণ ন ম স্থানে অনুস্বার এবং র স স্থানে বিসর্গের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এজন্য ইহাদের কিঞ্চিৎ হলধর্ম্মিত্ব স্বীকার করিয়া ন ম এবং র স জ্ঞাপক চিহ্ন বিশেষ বলা যাইতে পারে। অপভ্রংশ ভাষাতেও অনুস্বারের ন্যায় ঐরূপ ন ম স্থানে ঁ চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা— চন্দ্র চাঁদ, কম্প কাঁপ ইত্যাদি। অতএব, চন্দ্রবিন্দুরও অনুস্বার ও বিসর্গের ন্যায় কিঞ্চিৎ হলধর্ম্মিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে।

৩। স্বরবর্ণ দুই প্রকার, হ্রস্ব ও দীর্ঘ। অ ই উ ঋ ঌ এই পাঁচ স্বর হ্রস্ব। আ ঈ ঊ ৠ এ ঐ ও ঔ এই আট স্বর দীর্ঘ।

এক মাত্রান্বিত (অর্থাৎ অর্দ্ধ বিপলকাল পর্য্যন্ত উচ্চারিত) বর্ণকে হ্রস্ব,* দ্বিমাত্রান্বিত (অর্থাৎ তদধিক বিপলকাল পর্য্যন্ত উচ্চারিত) বর্ণকে দীর্ঘ কহা যায়।

অ ই উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ এই নয় স্বর ত্রি-মাত্রান্বিত (অর্থাৎ বিপল কালের অধিক কাল পর্য্যন্ত উচ্চা-রিত) হইলে প্লুত স্বর নামে নির্দ্দিষ্ট হয়।

এক মাত্রো ভবেৎ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকং॥ শ্রুতবোধ।

এই প্লুত স্বর দূর হইতে আহ্বানে গানে ও রোদনাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দূরাহ্বানে চ গানে চ রোদনে চ প্লুতো মতঃ।

কেহ কেহ কহেন, বঙ্গভাষায় প্লুত স্বরের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বঙ্গভাষায় দূর হইতে আহ্বান, গান ও রোদনাদির বিলক্ষণ ব্যবহার আছে। অতএব, এ মত, কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে।

অ আ ঈ ঊ ঋ এ ঐ ঔ এই আটটী স্বর প্রায় পদের আদিতেই নিবিষ্ট হয়, ক্বচিৎ পদের মধ্যে বা অন্তে নিবিষ্ট হইয়া থাকে। ই উ ও এই তিন স্বর পদের আদি মধ্য অন্ত সর্ব্বত্রেই নিবিষ্ট হইয়া থাকে।

৪। ঋ ৠ ৯ ভিন্ন সমুদায় স্বরবর্ণ হলবর্ণে যুক্ত হইলে তাহাদের স্ব স্ব অবয়বের ব্যতিক্রম ঘটে। এবং তাহারা হলবর্ণের অদৃশ্য অকারস্থান অধিকার করিয়া, তাহার সহযোগে জিহ্বার এক অভিঘাতে উচ্চারিত হয়। তখন তাহাদিগকে অকার, আকার, হ্রস্ব ইকার, দীর্ঘ ঈকার, হ্রস্ব উকার, দীর্ঘ ঊকার, একার, ঐকার, ওকার,

ঔকার* বলা যায়। যথা— আ া কা, ই ি কি, ঈ ী কী, উ ু কু, ঊ ূ কূ, এ ে কে, ঐ ৈ কৈ, ও ো কো, ঔ ৌ কৌ। অকারের অবয়বের এত দুর পর্য্যন্ত ব্যতিক্রম ঘটে, যে একবারে লুপ্ত হইয়া যায়। এই রূপে সকল হলবর্ণেই স্বরবর্ণের সংযোগ হইয়া থাকে। কিন্তু স্বর বর্ণে কদাপি স্বর বর্ণ যুক্ত হয় না। বঙ্গভাষায় ঐ রূপ সংযুক্তাবস্থার নাম বানান। স্বর বর্ণ কদাপি হল বর্ণের পরে ভিন্ন পূর্ব্বে সংযুক্ত হয় না। যথা— াক এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না, তাহা হইলে কা এই প্রকার উচ্চারণ হয় না।

হল বর্ণ।

৫। ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ ন, প ফ ব ভ

* বস্তুতঃ সমুদায় অসংযুক্ত প্রকৃত স্বর ও হলবর্ণেও কার এই শব্দ যোগ করিলে তন্মাত্র বর্ণকে বুঝায়। যথা—অকার অ, করার ক, ইত্যাদি। তবে সংযোগাকৃতির স্বরবর্ণে প্রায় কার শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু অসংযুক্ত প্রকৃত স্বর ও হলবর্ণে স্থল বিশেষে এবং বক্তা বা লেখকের ইচ্ছাধীন কার সংযুক্ত হয়।

ষ। য র ল। শ ষ স হ। এই দ্বাত্রিংশ মাত্র হল বর্ণ।

সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগর অক্ষরে অন্তঃস্থ ও বর্গীয় দুই প্রকার বকারের ব্যবহার আছে। তদনুসারে বঙ্গভাষার বর্ণমালার মধ্যেও দুই প্রকার বকারের ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বঙ্গভাষায় ঐ দুই বকারের আকার বা উচ্চারণগত কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব, বঙ্গভাষার বর্ণমালার মধ্যে দুই বকারের নির্দ্দেশ করা নিতান্ত প্রয়োজনাভাব।

ক্ষ বর্ণমালার শেষস্থ এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৈয়াকরণদিগের মতে ক ও ষ এই দুই বর্ণ মিলিত হইযা ক্ষকার নিষ্পন্ন হয়; এজন্য ক্ষকারকে বর্ণমালার মধ্যে নিবিষ্ট করা গেল না। ফলতঃ ক্ষ সংযুক্ত বর্ণ, স্বতন্ত্র বর্ণ নহে।

৬। য র ল ব ন ম ঋ ৠ ঌ এই সকল বর্ণ অন্য হল বর্ণের অন্তে যুক্ত হইলে ঌ ব্যতীত তাহাদেব স্ব স্ব প্রকৃত অবয়বের ব্যতিক্রম ঘটে। সে অবস্থায় বঙ্গভাষায় তাহাদিগকে ফলা বলা যায়। যথা— য ্য ক্য, র ্র ক্র, ল ্ল ক্ল, ব ্ব ক্ব, ন ্ন ক্ন, ম ্ম ক্ম, ঋ ৃ কৃ, ৠ ৄ কৄ, ঌ ঌ ক্ঌ। কিন্তু র কোন হল বর্ণের ঊর্দ্ধে সংযুক্ত হইলে র্ক এইরূপ অবয়ব হয়, এ অবস্থায় ইহাকে রেফ

বলা যায়। (কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় অসংযুক্ত প্রকৃত রকার ও রফলাকেও স্থল বিশেষে রেফ বলা যাইতে পারে।) এই সকল ফলা এবং ´রেফ স্বর বর্ণে কদাপি যুক্ত হয় না। বস্তুতঃ স্বর বর্ণ সমুদায় হলবর্ণে যুক্ত হইতে পারে, কিন্তু হলবর্ণ কদাপি স্বরবর্ণে যুক্ত হইতে পারে না।

বৈয়াকরণেরা ঋ ৠ ৯ বর্ণের স্বর হল উভয় ধর্ম্মিত্ব স্বীকার করেন। স্বর ধর্ম্মিত্বের কারণ এই, যে উহারা কোন হলবর্ণে যুক্ত হইলে অন্য স্বর তাহাতে কদাপি সংযুক্ত হইতে পারে না। এবং সংযুক্তাবস্থায় (স্বরসংযুক্ত বর্ণের ন্যায়) পূর্ব্ববর্ণের প্রায় গুরু উচ্চারিত হয় না। আর হল ধর্ম্মিত্বের কারণ এই, যে উহাদের উচ্চারণ ইকার সংযুক্ত রকার ও লকারের ন্যায়; এবং (হল বর্ণের ন্যায়) উহাদের সহিত ´রেফ সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—নৈর্ঋত। এজন্য ইহারা হলাত্মক ফলার মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছে।

৭। হল বর্ণ তিন ভাগে বিভক্ত। ক অবধি ম পর্য্যন্ত পচিশটী বর্ণের নাম বর্গীয় বর্ণ। ইহারা পাঁচ পাঁচ করিয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচ কবর্গ। চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচ চবর্গ। ট ঠ ড ঢ ণ এই পাঁচ টবর্গ। ত থ দ ধ ন এই পাঁচ তবর্গ। প ফ ব ভ ম এই পাঁচ পবর্গ। এক ধর্ম্মাক্রান্ত সমূহার্থ বোধক শব্দের নাম

বর্গ। বস্তুত বর্গীয় বর্ণ সমুদায় এক ধর্ম্মাক্রান্ত বটে।

সমুদায় বর্গীয় বর্ণ জিহ্বার অগ্র উপাগ্র ও মূল স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া, কোন কোন বৈয়াকরণ উহাদিগকে স্পর্শ বর্ণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা হইলে, প্রায় সমুদায় বর্ণকেই স্পর্শ বর্ণ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। কারণ, প্রায় সকল বর্ণই জিহ্বার অগ্র উপাগ্র ও মূল স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। জিহ্বাযন্ত্রের সহায়তা ব্যতিরেকে বর্ণোচ্চারণের উপায়ান্তর নাই।

৮। য র ল এই তিন বর্ণের নাম অন্তঃস্থ বর্ণ। অন্তঃস্থ অর্থাৎ বর্গীয় ও উষ্ম বর্ণের মধ্যস্থিত বর্ণ।

অধিকাংশ বৈয়াকরণ অন্তঃস্থ বর্ণের অন্ত্যস্থ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অন্ত্যস্থ শব্দে অন্তস্থিত বুঝায়। অতএব, মধ্যস্থিত বর্ণকে অন্তস্থিত বলা, কোন ক্রমেই যুক্তিসম্মত নহে।

৯। শ ষ স হ ইহাদের নাম উষ্ম বর্ণ। উষ্ম অর্থাৎ বায়ু প্রধান বর্ণ। এই চারি বর্ণের উচ্চারণ সময়ে বায়ুর প্রাধান্য লক্ষ্য হয়।

প্রতি বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ, অর্থাৎ ক গ ঙ, চ জ ঞ, ট ড ণ, ত দ ন, প ব ম, এবং য র ল এই অষ্টাদশ বর্ণের উচ্চারণ লালিত্য প্রযুক্ত ইহাদিগকে অল্পপ্রাণ বলা যায়। এতদ্ব্যতীত খ ঘ, ছ ঝ, ঠ ঢ, থ ধ, ফ ভ, শ ষ স হ, এই চতুর্দ্দশ বর্ণের উচ্চারণ কাঠিন্য প্রযুক্ত ইহাদিগকে মহাপ্রাণ বলা যায়।

যুক্তাক্ষর বিধি।

দুই বা ততোধিক হল বর্ণ একত্র মিলিত হইলে যুক্তাক্ষর হয়। এই যুক্তাক্ষর যত বর্ণে হউক না কেন, তন্মধ্যে এক মাত্র স্বরের উচ্চারণ হয়। প্রথম যে বর্ণ থাকে, প্রথমেই তাহার উচ্চারণ হয়, তৎপরে এক বা যত বর্ণ থাকে, তৎসমুদায়ের ক্রমে কিন্তু যুগপৎ উচ্চারণ হইয়া সর্ব্ব শেষে একমাত্র স্বরের উচ্চারণ হয়। যথা—র্দ্ধ এই যুক্তাক্ষরের প্রথম রেফ স্পষ্ট হলন্ত উচ্চারিত হয়; তৎপরে দ্বির্ভাব ধকার ও বকার যুগপৎ উচ্চারিত হইয়া অবশেষে এক মাত্র অকারের উচ্চারণ হয়। এই রূপ সমুদায় যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ হইয়া থাকে। এক মাত্র স্বরের উচ্চারণ হওয়াতেই যুক্তাক্ষর একটী বর্ণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

দুই বর্ণে যুক্তাক্ষর হইলে প্রথম বর্ণে হসন্ত চিহ্ন দিয়া পৃথক পৃথক্ লেখা যাইতে পারে। যথা—স্‌ক স্‌খ দ্‌গ দ্‌ঘ ইত্যাদি। কিন্তু লিপিসুগমতা ও দর্শনসৌষ্ঠবের নিমিত্ত একত্রে সাঙ্কেতিক যুক্ত রূপে লিখিত হয়। যথা—স্ক স্খ দ্গ দ্ঘ ইত্যাদি। কিন্তু তদধিক বর্ণ হইলে প্রথম বর্ণ ভিন্ন অন্যান্য সমুদায় বর্ণ পৃথক্ লেখা যাইতে পারে না। যথা—র্দ্ধ এই যুক্তাক্ষরে র্‌দ্‌ধ্‌ব এই প্রকার লিখিলে কোন ক্রমেই যুগপৎ র্দ্ধ এই রূপ উচ্চারণ হইবার উপায় নাই। কেবল অকার সংযোগে প্রথম বর্ণের উচ্চারণ হয় মাত্র।

অন্যান্য যুক্তাক্ষরের ন্যায় ফলা সংযুক্ত যুক্তাক্ষর কোন ক্রমেই পৃথক্ পৃথক্ লেখা যাইতে পারে না। তাহা

হইলে তাহার উচ্চারণ হয় না। স্পষ্ট মূল বর্ণের ন্যায় উচ্চা-
রণ হয়। যথা—কয়, স্পষ্ট লিখিলে কখনই ক্য উচ্চারণ
হইতে পারে না। স্পষ্ট ককার ও য়কারের উচ্চারণ হইয়া
থাকে।

এই রূপ স্বরসংযুক্ত বর্ণদ্বয়কেও পৃথক্‌রূপে লেখা যাইতে
পারে না। তাহা হইলে সেই বর্ণদ্বয়ের যুগপৎ উচ্চারণ হয়
না। স্পষ্ট দুই বর্ণের উচ্চারণ হইয়া থাকে। যথা—কই
এই দুই বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিলে কি এই রূপ উচ্চারণ
হইতে পারে না।

হল বর্ণ স্বরের আশ্রয় ব্যতীত কদাপি উচ্চারিত হইবার
উপায় নাই ; এজন্য বৈয়াকরণ ও কবিদিগের মতে স্বরসং-
যুক্ত হল বর্ণ যুক্তাক্ষর মধ্যে গণ্য হয় না।

কোন বর্গীয় দ্বিতীয় বর্ণের দ্বির্ভাব হইলে প্রথম বর্ণের
সহিত মিলিত হয়, এবং চতুর্থ বর্ণের দ্বির্ভাব হইলে তৃতীয়
বর্ণের সহিত মিলিত হয়। যথা—ছ্ছ চ্ছ ইচ্ছা, ঝ্ঝ জ্ঝ
কুজ্ঝটিকা, থ্থ ত্থ উত্থান ইত্যাদি।

যে বর্ণে রেফ যুক্ত হয়, তাহার বিকল্পে দ্বির্ভাব হয়;
অর্থাৎ রেফ যুক্ত হলবর্ণ একটী বা দুইটী লিখিলেও লেখা
যাইতে পারে। দুই প্রকারেই ব্যাকরণদুষ্ট হয় না।
যথা—দুর্গা বা দুর্গ্গা, শর্ম্মা বা শর্মা ইত্যাদি।

কিন্তু এই রূপ দুই প্রকারে লেখার ব্যবহার নাই।
পূর্ব্বাপর শিষ্ট পরম্পরায় যে শব্দকে দ্বির্ভাবে লেখার ব্য-
বহার আছে, তাহাকে দ্বিভাবে লেখা কর্ত্তব্য। যে শব্দকে

একভাবে লেখার ব্যবহার, তাহাকে এক ভাবে লেখাই কর্ত্তব্য। যথা—দুর্গা শব্দ এক ভাবে লেখার ব্যবহার, সুতরাং উহাকে কখনই দ্বির্ভাবে লেখা কর্ত্তব্য নহে। শর্ম্ম শব্দ দ্বির্ভাবে লেখা প্রশস্ত, সুতরাং উহাকে এক ভাবে লেখা কর্ত্তব্য নহে। বিকল্প শব্দের অর্থই এই, যে শব্দ দুই প্রকারে সিদ্ধ হয়, অথচ শিষ্টপরম্পরায় যে শব্দ সেরূপ লিখিত হইয়া থাকে, সেই রূপ লিখিতে হয়।

যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ গুরু উচ্চারিত হয়; এজন্য যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ গুরু রূপে গণ্য হইয়া থাকে। যুক্তাক্ষর স্বয়ং লঘু রূপে গণ্য হয়। যথা—সিদ্ধ, বাক্য, এই দুই পদের সি ও বা বর্ণ গুরু উচ্চারিত হওয়াতে গুরু রূপে গণ্য হইল। দ্ধ ও ক্য বর্ণ লঘু উচ্চারিত হওয়াতে লঘু রূপে গণ্য হইল।

পরপদের প্রথমে যুক্তাক্ষর থাকিলে পূর্ব্বপদের অন্ত্য বর্ণও গুরু উচ্চারিত হয়। যথা—হরিপ্রসঙ্গ, নারীস্পর্শ ইত্যাদি।

যুক্তাক্ষর মাত্রেরি লিপিসুগমতা ও দর্শনসৌষ্ঠরের নিমিত্ত প্রায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবয়বের বৈলক্ষণ্য হয়। যথা—স্ক শ্চ ষ্ট স্ত ইত্যাদি। কিন্তু কোন কোন যুক্তাক্ষরের অবয়ব এরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, যে তাহাদের প্রকৃত অবয়ব আর কিছুমাত্র থাকে না। যথা—ক ষ ক্ষ, হ ম হ্ম, ক র ক্র, ঙ গ ঙ্গ, ক ত ক্ত ইত্যাদি। আর কোন কোন যুক্তাক্ষরের কোন বর্ণ এক কালে বিকৃত হইয়া যায়।

যথা—হ ঋ হৃ, ষ ণ ষ্ণ, ক য় ক্য, ইত্যাদি। এস্থলে হৃ ষ্ণ, ক্য এই তিন যুক্তাক্ষরের হকার ষকার ও ককারের অবয়ব কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। কিন্তু ঋ ণ য় ইহারা এরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, যে ইহাদের আর স্ব স্ব অবয়বের কিছু মাত্র চিহ্ন নাই।

কোন্ কোন্ বর্ণের সংযোগ হইয়া যুক্তাক্ষর হয়; এবং কোন্ কোন্ যুক্তাক্ষরের কি প্রকার অবয়ব হয়, তাহার নিয়ামক শিক্ষা গ্রন্থ, ব্যাকরণ শাস্ত্র নহে। অতএব, এই ব্যাকরণে তাহার বাহুল্য বিবরণ করার প্রয়োজন নাই।

বর্ণ উচ্চারণের স্থান নির্ণয়।

অ আ ক খ গ ঘ ঙ হ ইহারা কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়, এনিমিত্ত ইহাদের নাম কণ্ঠ্য বর্ণ।

ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য় শ ইহারা তালু হইতে উচ্চারিত হয়, এনিমিত্ত ইহাদের নাম তালব্য বর্ণ।

ঋ ঋ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইহারা মূর্দ্ধা অর্থাৎ মস্তক হইতে উচ্চারিত হয়, এনিমিত্ত ইহাদের নাম মূর্দ্ধন্য বর্ণ।

ঌ ত থ দ ধ ন ল স ইহারা দন্ত হইতে উচ্চারিত হয়, এনিমিত্ত ইহাদের নাম দন্ত্য বর্ণ।

উ ঊ প ফ ব ভ ম ইহারা ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়, এনিমিত্ত ইহাদের নাম ওষ্ঠ্য বর্ণ।

এ ঐ এই দুই বর্ণ কণ্ঠ ও তালু হইতে উচ্চারিত হয়, এনিমিত্ত ইহাদের নাম কণ্ঠতালব্য বর্ণ।

ও ঔ এই দুই বর্ণ কণ্ঠ ও ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়, এনিমিত্ত ইহাদের নাম কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ।

ঙ ঞ ণ ন ম ইহারা নাসিকা সহকারে কণ্ঠ তালু প্রভৃতি হইতে উচ্চারিত হয়, এনিমিত্ত ইহাদিগকে অনুনাসিক বর্ণও বলা যায়। অনুনাসিক বর্ণ যে সকল বর্ণে যুক্ত হয়, তাহাদিগকে সানুনাসিক বর্ণ বলা যায়।

বর্ণোচ্চারণ বিধি।

প্রতি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের (অর্থাৎ ক খ, গ ঘ, চ ছ, জ ঝ, ট ঠ, ড ঢ, ত থ, দ ধ, প ফ, ব ভ, ইহাদের) পরস্পর উচ্চারণগত প্রায় সমতা বোধ হয়। তবে প্রথমের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ সারল্য দ্বিতীয়ের কাঠিন্য বোধ হয়, এই মাত্র বিশেষ। এই কারণেই অনেক কবি এই সকল বর্ণের পরস্পর সমতা বোধ করিয়া পদান্তে উহাদের পরস্পর মিলন করিয়া থাকেন। যথা—

সারি সারি শাখায় বসিয়ে শারী শুক।
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাঁদে হয়ে অধোমুখ॥

কিন্তু মহাকবিদিগের মতে এপ্রকার মিলন প্রশংসনীয় নহে।

১। ঙ, ক খ গ ঘ এই চারি বর্ণের পূর্ব্বে সংযুক্ত হইলে অনুস্বারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—শঙ্কর, সঙ্খ্যা, গঙ্গা, শঙ্খ।

ঙ ঞ ণ ন ম এই পাঁচ অনুনাসিক বর্ণ স্বীয় স্বীয় বর্গীয় বর্ণ ব্যতীত অন্য বর্গীয় বর্ণের পূর্ব্বে যুক্ত হয় না। যথা— ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ, ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ, ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ ণ্ণ, ন্ত ন্থ ন্দ ন্ধ ন্ন, ম্প ম্ফ ম্ব ম্ভ ম্ম। কিন্তু য ল শ ষ স হ ক্ষ এই কয়েক বর্ণের পূর্ব্বেও ঙ সংযুক্ত হইতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেরূপ সংযুক্ত বর্ণ বঙ্গভাষায় দৃষ্ট হয় না। যদি ভাষায় প্রয়োগই না হইল, তবে ঐ রূপ সংযোগের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই।

২। ঞ, চ ছ জ ঝ এই চারি বর্ণের পূর্ব্বে সংযুক্ত হইলে স্পষ্ট নকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—মঞ্চ, বাঞ্ছা, ব্যঞ্জন, ঝঞ্ঝা।

৩। ঞ, জকারের উত্তর যুক্ত হইলে চন্দ্রবিন্দু ও যফলা যুক্ত গকারের ন্যায় উচ্চারণ হয়। যথা—প্রাজ্ঞ প্রাগঁ্য, জ্ঞান গঁ্যান ইত্যাদি।

৪। কোন বর্ণের পরে স্বরশূন্য ঙ্ কিম্বা ঞ্ থাকিলে, উভয়েরি অনুস্বারের ন্যায় উচ্চারণ হয়। যথা—শীঙ্, নঞ্ ইত্যাদি।

৫। ড ঢ, পদের অন্তে বা মধ্যে নিবিষ্ট হইলে স্বীয় উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া প্রকারান্তরে উচ্চারিত হয়, তখন উহাদের নীচে এক বিন্দু সংযুক্ত করিতে হয়। যথা—গড়, গাঢ়, পীড়ন, আঢ়ক ইত্যাদি। কিন্তু পদের

আদিতে থাকিলে কিম্বা কোন হলবর্ণে যুক্ত হইলে স্বীয় উচ্চারণ ত্যাগ করে না। যথা—ডমরু, ঢক্কা, পীড্যমান, উড্ডীন, আঢ্য, দার্ঢ্য, ঔড্র ইত্যাদি। কিন্তু কোন কোন স্থলে হলবর্ণে যুক্ত হইলেও স্বীয় উচ্চারণ ত্যাগ করে। যথা—খড়্গ, প্রাড়্বিবাক, ষড্রস ইত্যাদি।

৬। ণ ন. ইহাদের এদেশে উচ্চারণগত কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, কিন্তু আকারগত, অবস্থাগত ও অর্থগত প্রভেদ আছে মাত্র। যথা—অবস্থাগত, কারণ, বন। অর্থগত, লবণ, লবন ইত্যাদি। কিন্তু মূর্দ্ধন্য ণ মূর্দ্ধন্য ষকারে সংযুক্ত হইলে সানুনাসিক টকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—কৃষ্ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষাতেও ঐরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

৭। ম, কোন বর্ণে যুক্ত হইলে স্বীয় উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া কেবল সানুনাসিক উচ্চারিত হয় মাত্র। যথা—গ্রীষ্ম, আত্মা ইত্যাদি। কিন্তু লকারে সংযুক্ত হইলে স্পষ্ট উচ্চারিত হয়। যথা—গুল্ম, শাল্মলি, বাল্মীকি ইত্যাদি। আর কাশ্মীর শব্দ উচ্চারণ কালে স্পষ্ট মকারের উচ্চারণ হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানী লোকেরা সংস্কৃত ও হিন্দিভাষাতে সর্ব্বত্র স্পষ্ট মকারের উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

৮। অনুনাসিক বর্ণের পূর্ব্ববর্ণও সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যথা—ইঙ্, উঞ্, রণ, যম ইত্যাদি। কিন্তু যে বর্ণে যুক্ত হয়, তাহার সানুনাসিক উচ্চারণ হয় না। যথা—সঙ্গ, বঞ্চনা, বন্টন, শান্ত, অম্বা ইত্যাদি। অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যে বর্ণে যুক্ত হয়, সেই বর্ণ সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যথা—বংশ, সুছাঁদ ইত্যাদি।

৯। য়, পদের আদিতে থাকিলে এবং রেফ ও যফলা বা কোন বর্ণের পূর্ব্বে যুক্ত হইলে বর্গীয় জকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়; তখন উহার নিম্নস্থ বিন্দুর লোপ হয়। যথা—যদুনাথ, ন্যায্য, দুর্যোগ, সরয্ব্বু ইত্যাদি। কিন্তু পদের আদি ভিন্ন মধ্য কিম্বা অন্তে থাকিলে এবং অন্য বর্ণে যুক্ত হইলে স্বীয় উচ্চারণ ত্যাগ করে না। যথা— নারায়ণ, জয়, সত্য, ত্যাগ ইত্যাদি। কিন্তু কোন কোন শব্দে স্বীয় উচ্চারণ ত্যাগ করে। যথা—সরযূ, উদ্যোগ। আর উপসর্গের পরে থাকিলে কোন স্থানে ত্যাগ করে, কোন স্থানে ত্যাগ করে না। যথা—নিয়োগ, বিয়োগ, অনুযোগ, সংযোজন ইত্যাদি।

১০। ব, কোন বর্ণে যুক্ত হইলে দন্ত ও ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়। যথা—স্বজন, মহত্ত্ব, বিশ্বাস ইত্যাদি। কিন্তু কোন বর্ণের পূর্ব্বে এবং গ ম ও রেফ এই তিন

বর্ণে যুক্ত হইলে ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়। যথা—অব্দ, স্তব্ধ, ত্রগ্বান, কিম্বা, বর্ব্বর ইত্যাদি। আর দকারে সংযুক্ত হইলে কোথাও ওষ্ঠ কোথাও দন্তৌষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়। যথা—সদ্বিবেচনা, দ্বারকানাথ, ইত্যাদি।

১১। হ, ঋফলা, নফলা, রফলা, মফলা, লফলা, এবং রেফ যুক্ত হইলে স্বীয় উচ্চারণ ত্যাগ করিয়া কেবল সেই ফলা ও রেফের দার্ঢ্য সম্পাদন করে মাত্র। যথা—হৃষীকেশ, বহ্নি, হ্রদ, ব্রহ্ম, প্রহ্লাদ, বর্হী ইত্যাদি। কিন্তু যফলা ও বফলা যুক্ত হইলে গুরুতর ঝকার ও ভকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—বাহ্য, জিহ্বা ইত্যাদি।

১২। তালব্য শ তালু, মূর্দ্ধন্য ষ মূর্দ্ধা ও দন্ত্য স দন্ত হইতে উচ্চারিত হওয়া উচিত। কিন্তু বঙ্গভাষায় ইহাদের উচ্চারণগত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। সকলই তালু হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা—শারদ, ষট্পদ, সার ইত্যাদি। কিন্তু ঋফলা, রফলা, ও নফলা এই তিন ফলার যোগ হইলে তালব্য ও দন্ত্য উভয় সই দন্ত হইতে উচ্চারিত হয়। যথা—শৃঙ্গী, শ্রদ্ধা, প্রশ্ন, সৃষ্টি, প্রস্রবণ, জ্যোৎস্না ইত্যাদি। দন্ত্য সকারে ত থ যোগ হইলে দন্ত্য উচ্চারণ হয়। যথা—স্তাবক, সুস্থ ইত্যাদি। তালব্য ও দন্ত্য সকারে নফলা যুক্ত হইলে কেহ কেহ স্তঁ বং, কেহ কেহ স্পষ্ট

হলন্ত সকার ও নকারের উচ্চারণ করিয়া থাকেন। যথা—প্রশ্ন, প্রস্তঁ, প্রশ্ন্ ; জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্তাঁ, জ্যোৎস্না ইত্যাদি। মূর্দ্ধন্য ষ কেবল ককারে সংযুক্ত হইলে (ক্খ) ককার সংযুক্ত খকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা—পক্ষ, (পক্খ) ক্ষতি, (ক্খতি) লক্ষ্মী, (লক্খীঁ) ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষাতেও বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতেরা তিন সকারের এই প্রকার উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

বঙ্গ ভাষায় শব্দোচ্চারণ বিধি।

বঙ্গভাষায় উচ্চারণসৌকর্য্যার্থে সংস্কৃত অজন্ত শব্দ সকল হসন্ত উচ্চারিত হয়, কিন্তু হসন্ত চিহ্ন যুক্ত হয় না। যথা—রাম, শ্যাম, কারণ, বন ইত্যাদি। কিন্তু যে যে অজন্ত সংস্কৃত শব্দ অজন্ত উচ্চারিত হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। যথা—

তর ও তম প্রত্যয় এবং ইহারা যে শব্দে সংযুক্ত হয়, এই উভয়েই অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—শুভ্রতর, শোভনতম ইত্যাদি।

ঋফলা যুক্ত হলবর্ণের পরবর্ণ অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—বৃষ, কৃশ, নৃপ, তৃণ ইত্যাদি।

অপ, অব, উপ, উপসর্গ এবং এব, ইব, অথ, যথাযথ, এই সকল অব্যয় অজন্ত উচ্চারিত হয়। কিন্তু এব অব্যয় অতস্ শব্দের যোগে হলন্ত উচ্চারিত হয়। যথা— অতএব।

সংস্কৃত ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—জ্ঞাত, অনুগত, ভক্ষিত, অনুভূত, মূঢ় ইত্যাদি। কিন্তু কোন কোন শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—গীত, কুৎসিত ইত্যাদি। আর কোন কোন শব্দ দুই প্রকারেই উচ্চারিত হয়। যথা—চলিত হইল, বা চলিত্ হইল ইত্যাদি।

গৈ ও গম ধাতু এক হলে পরিণত হইয়া কোন শব্দে সংযুক্ত হইলে অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—সামগ অগ, বিহগ, উরগ ইত্যাদি।

কোন অজন্ত শব্দে ময় প্রত্যয় সংযুক্ত হইলে সেই শব্দের অজন্ত উচ্চারণ হয়, কিন্তু প্রত্যয়ের হয় না। যথা—রসময়, গুণময় ইত্যাদি।

পদের পরস্পর সমাস হইলে মধ্য পদ প্রায় অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—শিবরাম, জিতকাম, ধনলোভ, নরসুন্দর ইত্যাদি।

অভীষ্ট দেবতার আহ্বানে বা স্মরণে আহ্বান সূচক অব্যয় পরে থাকিলে অজন্ত উচ্চারণ হয়। যথা—নারায়ণ হে, শিব শঙ্কর হে ইত্যাদি।

ই ঈ উ ঊ ঋ ৯ এ ঐ ঔ এই সকল স্বর বর্ণের পরস্থিত য়, অনুস্বার ও বিসর্গের পরস্থিত বর্ণ এবং হকার অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—স্বীয়, হেয়, রাজসূয়, কংস, দুঃখ, গ্রহ ইত্যাদি। এই সকল বর্ণের হলন্ত উচ্চারণের উপায় নাই।

যদি পূর্ব্বপদের শেষ বর্ণ অজন্ত হয়, আর পরপদের

প্রথমেই যুক্তাক্ষর থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বপদের শেষ বর্ণ প্রায় অজন্ত ও গুরু উচ্চারিত হয়। যথা—যত প্রকার, ধনক্রীত, করস্পর্শ ইত্যাদি।

রফলা যুক্ত বর্ণের পরবর্ণ কোথাও অজন্ত কোথাও হসন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—ব্রণ, ব্রত, অগ্রজ, বৃহদ্রথ ইত্যাদি। হসন্ত যথা— আশ্রয়, প্রায়, ক্রয় ইত্যাদি।

ইল, উর, ইভ, ল, স, শ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা— জটিল, পিচ্ছিল, দন্তুর, বলিভ, মাংসল, চূড়াল, তৃণস, রোমশ, ইত্যাদি। আর অকারান্ত শব্দের পর র প্রত্যয় হইলে অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—মুখর, নখর।

তব, ভব, নব, যুব, সম, দম, মম, ক্রম, মহামহিম, শৈব, সৌর, ঘন, গাঢ় জাত, বিধ, কাল (কৃষ্ণবর্ণ) প্রভৃতি কতক গুলি শব্দ অজন্ত উচ্চারিত হয়।

বিসর্গান্ত শব্দের উচ্চারণ বিধি

বঙ্গভাষায় বিসর্গান্ত শব্দ সকলও হলন্ত উচ্চারিত হয়। যথা— তপঃ তপ, মনঃ মন, যশঃ যশ ইত্যাদি। তোমার মন অত্যন্ত বিরুদ্ধ, ঋষিগণ তপ করেন, বিদ্বানের যশ চির-কাল থাকে। কিন্তু রজঃ, তমঃ প্রভৃতি শব্দের অজন্ত উচ্চা-রণ হয়। যথা—

শুন ওহে পদরজ, আমার অন্তরে মজ, দূর কর বিরহের দায়।

রাসরসামৃত।

যে সকল বিসর্গান্ত শব্দের হলন্ত উচ্চারণ হইবার উপায়

242

নাই, সে সকল শব্দের অজন্ত উচ্চারণ হইয়া থাকে। যথা—শ্রেয়ঃ শ্রেয় ইত্যাদি।

তস্, শস্ প্রভৃতি প্রত্যয় জাত বিসর্গান্ত শব্দ সকল অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—প্রথমতঃ, প্রথমত, ফলতঃ ফলত, ভূরিশঃ ভূরিশ, ক্রমশঃ ক্রমশ ইত্যাদি।

ঋকারান্ত শব্দ সকল সম্বোধনে বিসর্গান্ত হইলে অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—মাতঃ মাত, পিতঃ পিত ইত্যাদি।

বঙ্গভাষায় বিসর্গান্ত শব্দের প্রায় গুরু উচ্চারণ হয় না। যথা—সন্দিগ্ধমনাঃ সন্দিগ্ধমনা ইত্যাদি।

যে সকল বিসর্গান্ত শব্দ গুরু উচ্চারিত না হয়, প্রয়োগ কালে কেহ কেহ তাহার বিসর্গের লোপ করিয়া থাকেন। ফলত লোপ করাই কর্ত্তব্য। যথা—স্বভাবতঃ স্বভাবত, স্বতঃ স্বত ইত্যাদি। বিসর্গান্ত শব্দ অপর কোন শব্দের সহিত সংযুক্ত হইলে স্বীয় গুরু উচ্চারণ ত্যাগ করে না। যথা—স্বতঃসিদ্ধ, মনঃপীড়া, তপঃপ্রভাব ইত্যাদি।

বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণ বিধি।

বাঙ্গলা বিশেষণ শব্দ সকল প্রায় অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—ছোট, বড়, খাট ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্গলা বিশেষ্য পদের সহিত সংযুক্ত হইলে উচ্চারণ শীঘ্রতার নিমিত্ত হলন্ত উচ্চারিত হয়।

গদ্য মধ্যে যে সকল অজন্ত শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়; পদ্যে ও গানে ছন্দোনুরোধে সে সকল শব্দ অজন্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা—

শুন মম কর, কি কর কি কর, প্রাণ বংশীধর, গেল কোথায়।
রাসরসামৃত।

গদ্য মধ্যে এই প্রথম কর ও বংশীধর শব্দ হলন্ত এবং মধ্যস্থ ক্রিয়াবাচক দুই কর শব্দ অজন্ত উচ্চারিত হয়। কিন্তু এস্থলে সেরূপ নিয়ম করিলে পদের মিলন থাকে না, এবং শ্রুতিকটু দোষ জন্মে। এই কারণে সকল শব্দ অজন্ত উচ্চারিত হইল।

বাঙ্গলা ক্রিয়া পদের অনুজ্ঞার্থে দ্বিতীয় পুরুষের শেষ বর্ণ অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—বল, ধর, দেখ, থাক ইত্যাদি। কিন্তু তুচ্ছার্থে হয় না। যথা—তুই বল্, ধর্, দেখ্, থাক্ ইত্যাদি।

ইল, ইব, ব, ইত, ত ভাগান্ত ক্রিয়াপদ সকল অজন্ত উচ্চারিত হয়। যথা—বলিল, মহিল, লওয়াইল, করিব, ধরাইব, কব, পাব, করিত, লওয়াইত, করত ইত্যাদি।

কথোপকথন কালে কেন, যেন, কেমন, যেমন, তেমন, এমন, এত, দেখ এই সকল শব্দের প্রথম বর্ণ প্রায় যফলা যুক্ত বৎ উচ্চারিত হয়। কিন্তু পঠন কালে প্রায় অধিকাংশ পণ্ডিত মহাশয়েরা সে প্রকারে উচ্চারণ করেন না। যেরূপ লিখিত থাকে, সেই রূপেই উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহারা সংস্কৃত শব্দ নহে, অস্মদ্দেশীয় কথ্য ভাষা মাত্র। সুতরাং কথোপকথন কালে ইহাদের যে প্রকার উচ্চারণ, পঠন কালেও সেই প্রকার উচ্চারণ হওয়া উচিত। কথোপকথন সময়ই কথ্য ভাষার উৎপত্তির আকর স্থল। অতএব, ইহাদের যে অবস্থায় উৎপত্তি হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই উচ্চারণ হওয়া বিধেয়।

সন্ধি।

পরস্পর দুই শব্দের দুই বর্ণ মিলনের নাম সন্ধি। পূর্ব্ব শব্দের শেষবর্ণ ও পরশব্দের আদ্যবর্ণ পরস্পর মিলিত হইয়া এই সন্ধিকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। সন্ধি হইলে কোথাও উভয় বর্ণ কোথাও পূর্ব্ববর্ণ কোথাও পরবর্ণ বিকৃত হয়। আর কোথাও পূর্ব্ববর্ণ কোথাও পরবর্ণ লুপ্ত হয়। যথা—মহা-ইন্দ্র মহেন্দ্র, মনঃ-অভীষ্ট মনোভীষ্ট, সং-চালন সঞ্চালন, রাজ-নী রাজ্ঞী, অতঃ-এব অতএব, রণে-অক্ষম রণেক্ষম ইত্যাদি।

সন্ধি চারি প্রকার। স্বরসন্ধি, হলসন্ধি, অনুস্বারসন্ধি এবং বিসর্গসন্ধি। পরস্পর সংস্কৃত শব্দে মিলিত হইলেই সন্ধি হয়।

স্বরসন্ধি।

পরস্পর স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে মিলিত হইলে স্বরসন্ধি হয়। স্বরসন্ধির প্রথমেই সমান বর্ণের সন্ধি লিখিত হইতেছে।

এক স্বরের পরস্পর হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়েই সমান বর্ণ। যথা—অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, এই সকল সমান বর্ণ। আর স্থলবিশেষে ঋকার ও ৯কারেও সমান বর্ণ গণ্য হয়।

১। অকার কিম্বা আকারের পর অ কিম্বা আ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়। যথা—কংশ-

অরি কংশারি, পঞ্চ-আনন পঞ্চানন, কমলা-অচ্যুত কমলাচ্যুত, মহা-আশয় মহাশয় ইত্যাদি।

কিন্তু এই ধর্ম্মাক্রান্ত কয়েক শব্দের এনিয়মানুসারে সন্ধি হয় না। তাহাদের পর শব্দের অকারের লোপ হয়। যথা—কুল-অটা কুলটা, সীম-অন্ত সীমন্ত, সার-অঙ্গ সারঙ্গ, শক-অন্ধু শকন্ধু। যে সকল পদ নিয়মানুসারে সিদ্ধ না হয়, বৈয়াকরণেরা তাহাদিগকে নিপাতনসিদ্ধ কহেন।

২। হ্রস্ব কিম্বা দীর্ঘ ঈকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঈকার হয়। যথা—কবি-ইন্দ্র কবীন্দ্র, ক্ষিতি-ঈশ্বর ক্ষিতীশ্বর, মহী-ইন্দ্র মহীন্দ্র, গোপী-ঈশ্বর গোপীশ্বর ইত্যাদি।

৩। হ্রস্ব কিম্বা দীর্ঘ ঊকারের পর উ কিম্বা ঊ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ঊকার হয়। যথা—বিষ্ণু-উৎসব বিষ্ণূৎসব, লঘু-ঊর্ম্মি লঘূর্ম্মি, বধূ-উক্তি বধূক্তি, ভূ-ঊর্দ্ধ ভূর্দ্ধ ইত্যাদি।

৪। ঋকারের পর ঋ কিম্বা ঌ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ৠকার হয়। যথা—পিতৃ-ঋণ পিতৄণ, মাতৃ-ঋদ্ধি মাতৄদ্ধি, হোতৃ-ঌকার হোতৄকার ইত্যাদি।

৫। অকার কিম্বা আকারের পর ই কিম্বা ঈ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়। যথা—উপ-ইন্দ্র উপেন্দ্র, পরম-ঈশ্বর পরমেশ্বর, মহা-ইন্দ্র মহেন্দ্র, উমা-ঈশ উমেশ ইত্যাদি।

কিন্তু এই ধর্ম্মাক্রান্ত হলীষা ও লাঙ্গলীষা শব্দের এ নিয়মানুসারে সন্ধি হয় না। ইহাদের পরবর্ণের ঈকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হইয়া যায়। যথা— হল-ঈষা হলীষা, লাঙ্গল-ঈষা লাঙ্গলীষা। আর স্ব শব্দের অকারের পর ঈর শব্দের দীর্ঘ ঈকার স্থানে ঐকার হয়। যথা—স্ব-ঈর স্বৈর।

৬। অকার কিম্বা আকারের পর উ কিম্বা ঊ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়। যথা— পুরুষ-উত্তম পুরুষোত্তম, গঙ্গা-উদক গঙ্গোদক, মস্তক-ঊর্দ্ধ মস্তকোর্দ্ধ, মহা-ঊর্ম্মি মহোর্ম্মি ইত্যাদি।

কিন্তু অক্ষ শব্দের অকারের পর ঊহিনী শব্দের ঊ এবং প্র উপসর্গের অকারের পর ঊঢ় ঊঢ়ি এবং ঊহ শব্দের ঊ মিলিয়া ঔকার হয়। যথা—অক্ষ-ঊহিনী অক্ষৌহিণী, প্র-ঊঢ় প্রৌঢ়, প্র-ঊঢ়ি প্রৌঢ়ি, প্র-ঊহ প্রৌহ।

৭। অকারের পর ঋ থাকিলে ঐ ঋ স্থানে রেফ হয়; রেফ পরবর্ণে যুক্ত হয়। যথা—দেব-ঋষি দেবর্ষি, পরম-ঋত পরমর্ত্ত ইত্যাদি।

কিন্তু অকারের পর তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসের ঋত শব্দের ঋ স্থানে আকার ও রেফ হয়; আকার পূর্ব্ববর্ণে ও রেফ পর বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—শীত-ঋত শীতার্ত্ত। শীতদ্বারা ঋত অর্থাৎ পীড়িত, এই প্রকার অর্থে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

ঋণ, প্র, বসন, বৎসর, বৎসতর, দশ, কম্বল এই কয় শব্দের অকারের পর ঋণ শব্দের ঋ স্থানে আকার ও রেফ হয়;

আকার পূর্ব্ববর্ণে, রেফ পর বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—ঋণ-ঋণ ঋণার্ণ, প্র-ঋণ প্রার্ণ ইত্যাদি।

৮। আকারের পর ঋ থাকিলে ঐ আকার স্থানে অকার হয়, এবং ঋ স্থানে রেফ হয়; ঐ রেফ পরবর্ণে যুক্ত হয়। যথা—মহা-ঋষি মহর্ষি, মহা-ঋত মহর্ত্ত ইত্যাদি। কিন্তু আকারের পর তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাসের ঋত শব্দের ঋ স্থানে কেবল রেফ হয়, ঐ রেফ পরবর্ণে যুক্ত হয়। যথা—ক্ষুধা-ঋত ক্ষুধার্ত্ত ইত্যাদি।

অকারের পর ঌ থাকিলে ঐ ঌ স্থানে ল হয়; ল পর বর্ণে যুক্ত হয়। যথা— এক-ঌকার একল্কার ইত্যাদি।

আকারের পর ঌ থাকিলে ঐ আকার স্থানে অকার এবং ঌ স্থানে ল হয়; ল পরবর্ণে যুক্ত হয়। যথা—মহা-ঌকার মহল্কার ইত্যাদি।

৯। অকার কিম্বা আকারের পর এ কিম্বা ঐ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়। যথা—চিত্ত-একত্ব চৈত্তৈকত্ব, সর্ব্ব-ঐক্য সর্ব্বৈক্য, সদা-এব সদৈব, মহা-ঐশ্বর্য্য মহৈশ্বর্য্য ইত্যাদি।

কিন্তু উপসর্গীয় অকার কিম্বা আকারের পর এধ ও ইন ধাতু ব্যতীত ধাতু সম্বন্ধীয় এ কিম্বা ও থাকিলে ঐ অকার, এবং আকারের লোপ হয়; পরবর্ণের এ এবং ও পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—প্র-এষণ প্রেষণ, পরা-ওষতি পরোষতি ইত্যাদি।

আর প্র এই উপসর্গের পর এষ এবং এষা শব্দের এ বিকল্পে ঐকার হয়; অর্থাৎ একার ঐকার দুই প্রকারই হয়। যথা—প্র-এষ প্রৈষ প্রেষ, প্র-এষা প্রৈষা প্রেষা।

১০। অকার কিম্বা আকারের পর ও কিম্বা ঔ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়। যথা—তব-ওষ্ঠ তবৌষ্ঠ, মহা-ওষধি মহৌষধি, চিত্ত-ঔৎসুক্য চিত্তৌৎসুক্য, মহা-ঔদাস্য মহৌদাস্য ইত্যাদি। কিন্তু সমাস হইলে অকার ও আকারের পর ওষ্ঠ ও ওতু শব্দের ওকার স্থানে বিকল্পে ঔকার হয়। যথা—বিম্ব-ওষ্ঠ বিম্বোষ্ঠ বিম্বৌষ্ঠ, স্থূল-ওতু স্থূলোতু স্থূলৌতু, রামা-ওষ্ঠ রামোষ্ঠ, রামৌষ্ঠ। অসমাসে যথা—তব-ওষ্ঠ তবৌষ্ঠ, মম-ওতু মমৌতু ইত্যাদি।

১১। হ্রস্ব কিম্বা দীর্ঘ ঈকারের পর ই ঈ ভিন্ন সর্ব্ববর্ণ থাকিলে ঐ দুই ঈকারের স্থানে যফলা হয়; পরের স্বর ঐ যফলায় যুক্ত হয়। যথা—ত্রি-অম্বক ত্র্যম্বক, পরি-আলোচনা পর্য্যালোচনা, নদী-অম্বু নদ্যম্বু, দেবী-আলয় দেব্যালয়, অতি-উক্তি অত্যুক্তি, প্রতি-উষ প্রত্যুষ, দেবী-উদিতা দেব্যুদিতা, পৃথিবী-ঊর্দ্ধ পৃথিব্যূর্দ্ধ, অতি-ঋদ্ধি অত্যৃদ্ধি, পত্নী-ঋণ পত্ন্যৃণ, প্রতি-এক প্রত্যেক, অতি-ঐশ্বর্য্য অত্যৈশ্বর্য্য, নারী-একাবলী নার্য্যেকাবলী, সতী-ঐক্য সত্যৈক্য, মুনি-ওক মুন্যোক,

অতি-ঔদার্য্য অত্যৌদার্য্য, নদী-ওঘ নদ্যোঘ, রমণী-ঔৎসুক্য রমণ্যৌৎসুক্য ইত্যাদি।

১২। হ্রস্ব বা দীর্ঘ উকারের পর উ ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে ঐ দুই উকার স্থানে বফলা হয়; পরের স্বর ঐ বফলায় যুক্ত হয়। যথা—সু-অচ্ছ স্বচ্ছ, বহু-আরম্ভ বহ্বারম্ভ, সরযূ-অম্বু সরয্বম্বু. নববধূ-আগমন নববধ্বাগমন, অনু-ইত অন্বিত, সাধু-ঈ সাধ্বী, বধূ ইন্দ্রিয় বধ্বিন্দ্রিয়, তনু-ঈশ্বর তন্বীশ্বর, সাধু-ঋদ্ধি সাধ্বৃদ্ধি, অনু-এষণ অন্বেষণ, স্থাণু-ঐশ্বর্য্য স্থাণ্বৈশ্বর্য্য, বিধু-ওষ বিধ্বোষ, ভানু-ঔচ্চ ভান্বৌচ্চ, সরযূ-ওঘ সরয্বোঘ, তনূ-ঔর্দ্ধ তন্বৌর্দ্ধ ইত্যাদি।

১৩। ঋকারের পর ঋ ৯ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকিলে ঐ ঋকারেব স্থানে রফলা হয়; পরের স্বর ঐ রফলায় যুক্ত হয়। যথা—মাতৃ-অর্থ মাত্রর্থ, পিতৃ-আদেশ পিত্রাদেশ, ধাতৃ-ইচ্ছা ধাত্রিচ্ছা, মাতৃ-ঈশ্বরী মাত্রীশ্বরী, জামাতৃ-উক্তি জামাত্রুক্তি, কর্ত্তৃ-ঊহ কর্ত্রূহ, নৃ-একতা ন্রেকতা, দুহিতৃ-ঐশ্বর্য্য দুহিত্রৈশ্বর্য্য, যন্তৃ-ওষ্ঠ যন্ত্রোষ্ঠ, ভর্ত্তৃ-ঔদার্য্য ভর্ত্রৌদার্য্য ইত্যাদি।

৯কারের পর ঋ ৯ ভিন্ন স্বর থাকিলে ঐ ৯ স্থানে ল হয়; পরের স্বর ঐ লকারে যুক্ত হয়। যথা—৯-অবয়ব লবয়ব, ৯-আকার লাকার, ৯-উচ্চারণ লুচ্চারণ, ৯-ইতি লিতি, ৯-এক লেক, ৯-ঐক্য লৈক্য ইত্যাদি।

১৪। একারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঐ একার স্থানে 'অয়্ হয়; অয়্ পূর্ববর্ণে ও পরের স্বর ঐ অয়ের য়কারে যুক্ত হয়; যথা—জে-অ জয়, শে-আন শয়ান, শে-ইত শয়িত, শে ঈত শয়ীত ইত্যাদি।

১৫। ঐকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঐকার স্থানে আয়্ হয়; আয়্ পূর্ববর্ণে ও পরের স্বর ঐ আয়ের য়কারে যুক্ত হয়। যথা—গৈ-অক গায়ক, নৈ-ইকা নায়িকা ইত্যাদি।

১৬। ওকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ওকার স্থানে অব্ হয়; অব্ পূর্ববর্ণে ও পরের স্বর ঐ অবের বকারে যুক্ত হয়। যথা—শ্রো-অন শ্রবণ, পো-ইত্র পবিত্র ইত্যাদি।

১৭। ঔকারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঔকার স্থানে আব্ হয়; পরের স্বর ঐ আবের বকারে যুক্ত হয়। যথা—পৌ-অক পাবক, নৌ-ইক নাবিক, ভৌ-উক ভাবুক ইত্যাদি।

' কিন্তু পদান্ত একার এবং ওকারের পর অকার থাকিলে ঐ অকারের লোপ হয়। যথা—রণে-অক্ষম রণেক্ষম, প্রভো-অত্র প্রভোত্র ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষায় ঐ অকারের লোপ হইলেও মাত্রাহীন একটী হকারবৎ চিহ্ন থাকে, তাহাকে লুপ্ত অকার বলা যায়। যথা—রণে-অক্ষম রণেঽক্ষম, প্রভো-অত্র প্রভোঽত্র ইত্যাদি।

আর গো-ঈশ এই দুই শব্দের সন্ধিতে গবীশ ও গবেশ পদও হয়। গবেশ হইলে গো শব্দের ওকার স্থানে অকারান্ত অব আদেশ হইয়া গব শব্দ সিদ্ধ হয়। পরে স্বরসন্ধির ৫ সূত্রানুসারে ঈশ শব্দের ঈকার স্থানে একার হয়। এই প্রকারে গো-ইন্দ্র শব্দে কেবল গবেন্দ্র পদ সিদ্ধ হয়, গবীন্দ্র হয় না। আর গো-অক্ষ গবাক্ষ, গো-অগ্র গবাগ্র এই দুই শব্দের ঐ প্রকারে অব আদেশ হইয়া সন্ধির প্রথম সূত্রানুসারে অবের অকারের সহিত অগ্র ও অক্ষ শব্দের অকার মিলিয়া আকার হয়। কিন্তু গো-অগ্র এই দুই শব্দের সন্ধিতে গবাগ্র, গোগ্র, গোঅগ্র এই তিন প্রকার পদও সিদ্ধ হয়। আর ওকারান্ত কিম্বা এক স্বরমাত্র অব্যয় শব্দের পর স্বরবর্ণ থাকিলেও সন্ধি হয় না। যথা—অহো-ঈশ্বর, উউমেশ ইত্যাদি।

হল সন্ধি।

পরস্পর হলবর্ণে হলবর্ণে এবং হলবর্ণে ও স্বরবর্ণে মিলিত হইলে হলসন্ধি হয়।

১। পদান্ত ককারের পর সমুদায় স্বরবর্ণ প্রতিবর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং য় র ল থাকিলে ঐ ক স্থানে গ হয়; পরের স্বর ও হলবর্ণ উহাতে যুক্ত হয়। যথা—দিক্-অম্বর, দিগম্বর, বাক্ আড়ম্বর বাগাড়ম্বর, ত্বক্-ইন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয, বাক্-ঈশ্বরী, বাগীশ্বরী, পৃথক্-উক্তি পৃথগুক্তি, বাক্ ঋজু রাগৃজু, প্রাক্-এব প্রাগেব,

বাক্-ঐক্য বাগৈক্য, প্রাক্ ওষধি, প্রাগোষধি, ত্বক্-ঔষধ, ত্বগৌষধ, দিক্-গজ দিগ্গজ, প্রাক্-ঘন প্রাগ্ঘন, বাক্-জাল, বাগ্জাল, সম্যক্-ঝঙ্কার সম্যগ্ঝঙ্কার, পৃথক্-ডিম্ব পৃথগ্ডিম্ব, বাক্-ঢক্কা, বাগ্ঢক্কা, বাক্-দান বাগ্দান, পৃথক্-ধ্বনি পৃথগ্ধ্বনি, বাক্-বাহুল্য বাগ্-বাহুল্য, বাক্-ভঙ্গী বাগ্ভঙ্গী, বাক্-যুদ্ধ বাগ্যুদ্ধ, বাক্-রোধ বাগ্রোধ, সম্যক্-লাভ সম্যগ্লাভ ইত্যাদি।

২। পদান্ত ককারের পর তালব্য শ থাকিলে ঐ শ স্থানে বিকল্পে ছ হয়। যথা—বাক্-শরীর বাক্-ছরীর বাক্শরীর ইত্যাদি।

৩। পদান্ত ককারের পর হ থাকিলে ঐ ক স্থানে গ হইয়া হ স্থানে বিকল্পে ঘ হয়। যথা—দিক্-হস্তী দিগ্হস্তী দিগ্ঘস্তী ইত্যাদি।

৪। প্রতিবর্গীয় পদান্ত প্রথম বর্ণের পর ন কিম্বা ম থাকিলে প্রথম বর্ণ স্থানে তদ্বর্গের পঞ্চম অথবা তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা—বাক্-নিষ্পত্তি বাঙ্নিষ্পত্তি বাগ্নিষ্পত্তি, অচ্-নাস্তি অঞ্নাস্তি অজ্নাস্তি, বিট্-নন্দন বিণ্নন্দন বিড্নন্দন, তৎ-নিমিত্ত তন্নিমিত্ত তদ্নিমিত্ত, অপ্-নদ অম্নদ অব্নদ, দিক্-মধ্য দিঙ্মধ্য দিগ্মধ্য, অচ্-মধ্য অঞ্মধ্য অজ্মধ্য, বিট্-মাত্র বিণ্মাত্র বিড়্মাত্র, তৎ-মত তন্মত তদ্মত, অপ্-মান অম্মান অব্মান ইত্যাদি।

৫। প্রতি বর্গের পদান্ত প্রথম বর্ণের পর, ময় ও মাত্র প্রত্যয় থাকিলে ঐ প্রথম বর্ণ স্থানে কেবল পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা—দিক্-ময় দিঙ্ময়, ত্বক্-মাত্র ত্বঙ্মাত্র, অচ্-ময় অঞ্ময়, অচ্-মাত্র অঞ্মাত্র, ষট্-ময় ষণ্ময়, ষট্-মাত্র ষণ্মাত্র, তৎ-ময় তন্ময়, তৎ-মাত্র তন্মাত্র, অপ্-ময় অম্ময়, অপ্-মাত্র অম্মাত্র ইত্যাদি।

৬। পদান্ত চকারের পর স্বরবর্ণ, প্রতি বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং য় র ল হ থাকিলে ঐ চ স্থানে জ হয়; পরের স্বর ও হল বর্ণ উহাতে যুক্ত হয়। যথা—অচ্-অন্ত অজন্ত, অচ্-বর্গ অজ্বর্গ ইত্যাদি।

৭। চবর্গের পর দন্ত্য ন থাকিলে ঐ ন স্থানে ঞ হয়। যথা—যাচ্-না যাচ্ঞা, যজ্-ন যজ্ঞ, রাজ্-নী রাজ্ঞী ইত্যাদি।

৮। পদান্ত টকারের পর স্বরবর্ণ, প্রতিবর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং য় র ল হ থাকিলে ঐ ট স্থানে ড হয়; পরের স্বর ও হল বর্ণ ঐ ডকারে যুক্ত হয়। যথা—ষট্-অঙ্গ ষড়ঙ্গ, ষট্-আনন ষড়ানন, ষট্-উৎক্রোশ ষড়ুৎক্রোশ, ষট্-ঋতু ষড়্ঋতু, ষট্-এণ ষড়েণ, ষট্-ঐশ্বর্য্য ষড়ৈশ্বর্য্য, ষট্-ওতু ষড়োতু, ষট্-ঔষধ ষড়ৌষধ, ষট্-গীত ষড়্গীত ষট্-ঘস্র ষড়্-ঘস্র, ষট্-জন্ম ষড়্জন্ম, ষট্-ড়মরু ষড়্ডমরু, ষট্-

ঢক্কা ষড়্‌ঢক্কা, ষট্‌-দর্শন ষড়্‌দর্শন, ষট্‌-ধীর ষড়্‌-ধীর, ষট্‌-বিধ ষড়্‌বিধ, ষট্‌-ভাব ষড়্‌ভাব, ষট্‌-যান ষড়্‌যান, ষট্‌-রস ষড়্রস, ষট্‌-ললনা ষড়্‌ললনা, ষট্‌-হস্তী ষড়্‌হস্তী ইত্যাদি।

পদান্ত টকারের পর হ থাকিলে ঐ হ স্থানে বিকল্পে ঢ হয়। যথা—ষট্‌-হস্তী ষড়্‌হস্তী ষড্‌ঢস্তী ইত্যাদি।

৯। পদান্ত তকারের পর সমুদায় স্বরবর্ণ এবং গ ঘ দ ধ ব ভ য় র থাকিলে ঐ ত স্থানে দ হয়; পরের স্বর ও হল বর্ণ ঐ দকারে যুক্ত হয়। যথা—তৎ-অবধি তদবধি, মৎ-আত্মীয়, মদাত্মীয়, মৎ-ইন্দ্রিয় মদিন্দ্রিয়, জগৎ-ঈশ্বর জগদীশ্বর, সৎ উত্তর সদুত্তর, তৎ-ঊর্দ্ধ তদূর্দ্ধ, তৎ-ঋণ তদৃণ, জগৎ-একবন্ধু, জগদেকবন্ধু, মৎ-ঐশ্বর্য্য মদৈশ্বর্য্য, তৎ-ঔষধ, তদৌষধ, মহৎ-ঔদার্য্য মহদৌদার্য্য, উৎ-গতি উদ্‌গতি, বৃহৎ ঘট বৃহদ্‌ঘট, এতৎ-দেশ এতদ্দেশ, তৎ-ধন তদ্ধন, জগৎ-বন্ধু, জগদ্বন্ধু, মহৎ-ভয় মহদ্ভয়, তৎ-যথা তদ্যথা, তৎ-রূপ তদ্রূপ ইত্যাদি।

কিন্তু এই ধর্ম্মাক্রান্ত পতঞ্জলি শব্দের এ নিয়মানুসারে সন্ধি হয় না; ইহার তকারের লোপ হয় মাত্র। যথা—পতৎ-অঞ্জলি পতঞ্জলি।

১০। তকার ও দকারের পর চ ছ থাকিলে ঐ ত দ স্থানে চ হয়। যথা—ভগবৎ-চন্দ্র ভগবচ্চন্দ্র,

বিপদ্-চক্র বিপচ্চক্র, মহৎ-ছত্র মহচ্ছত্র, তদ্-ছবি তচ্ছবি ইত্যাদি।

১১। তকার ও দকারের পর জ ঝ থাকিলে ঐ ত দ স্থানে জ হয়। যথা,—সৎ-জন সজ্জন, বিপদ্-জাল বিপজ্জাল, মহৎ-ঝঞ্ঝা মহজ্ঝঞ্ঝা. তদ্-ঝনৎ-কার তজ্ঝনৎকার ইত্যাদি।

১২। তকার ও দকারের পর ট, ঠ থাকিলে ঐ ত দ স্থানে ট্ হয়। যথা—মহৎ-টিট্টিভ মহট্টিট্টিভ, তদ্-টীকা তট্টীকা, মহৎ ঠক্কুর মহট্ঠক্কুর, এতদ্-ঠকার, এতট্ঠকার ইত্যাদি।

১৩। তকার ও দকারের পর ড ঢ থাকিলে ঐ ত দ স্থানে ড্ হয়। যথা—উৎ-ডীয়মান উড্ডীয়মান, তদ্-ডমরু তড্ডমরু, মহৎ-ঢাল মহড্ঢাল, এতদ্-ঢক্কা এতড্ঢক্কা ইত্যাদি।

১৪। তকার দকার ও নকারের পর ল থাকিলে ঐ ত, দ ও ন স্থানে ল হয়। যথা—উৎ-লেখ উল্লেখ, তদ্-লীলা তল্লীলা, বিদ্বান্-লোক, বিদ্বাঁল্লোক ইত্যাদি। ন স্থানে ল হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণও সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। অতএব, সেই উচ্চারণজ্ঞাপক চন্দ্রবিন্দু সেই পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণে সংযুক্ত হয়।

উৎ উপসর্গের তকারের পর স্থা ও স্তম্ভ ধাতু থাকিলে ঐ দুই ধাতুর স লুপ্ত হয়। যথা—উৎ-স্থান উত্থান, উৎ-স্তম্ভন উত্তম্ভন ইত্যাদি।

১৫। তকার ও দকারের পর তালব্য শ থাকিলে ঐ ত, দ ও শ স্থানে চ্ছ হয়। যথা—শরৎ-শশী শরচ্ছশী, তদ্-শরীর তচ্ছরীর ইত্যাদি।

কিন্তু এই সন্ধিতে ত ও দ স্থানে কেবল চবর্ণও হইয়া থাকে। যথা—মহৎ-শার্দ্দূল মহচ্‌শার্দ্দূল, তদ্-শরীর তচ্‌শরীর ইত্যাদি।

১৬। তকার ও দকারের পর হ থাকিলে ঐ ত, দ ও হ স্থানে দ্ধ হয়। যথা—তৎ-হিত তদ্ধিত, বিপদ্-হেতু বিপদ্ধেতু ইত্যাদি।

কিন্তু এই সন্ধিতে ত স্থানে কেবল দ বর্ণও হয়; এবং দ স্থানে কেবল সেই দ বর্ণই থাকে। যথা—তৎ-হিত তদ্‌হিত, বিপদ্-হেতু বিপদ্‌হেতু ইত্যাদি।

ধকারের পর ল থাকিলে ঐ ধ স্থানে ল হয়। যথা—ক্ষুধ্-লীন ক্ষুল্লীন ইত্যাদি।

১৭। দন্ত্য নকারের পর জ ঝ থাকিলে ঐ ন স্থানে ঞ হয়। যথা—বিদ্বান্-জন বিদ্বাঞ্জন, মহান্-ঝঙ্কার মহাঞ্ঝঙ্কার ইত্যাদি।

১৮। দন্ত্য নকারের পর ড ঢ থাকিলে ঐ ন স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ হয়। যথা—মহান্-ডিণ্ডিম মহাণ্ডিণ্ডিম, মহান্-ঢক্কা মহাণ্ঢক্কা ইত্যাদি।

পদমধ্যস্থিত নকারের পর কোন বর্গীয় বর্ণ থাকিলে ঐ ন স্থানে সেই বর্গের শেষ বর্ণ হয়। যথা—অন্-কিত অঙ্কিত, প্রেন্-খিত প্রেঙ্খিত, আলিন্-গন আলিঙ্গন, বন্-চনা বঞ্চনা, বান্-ছা বাঞ্ছা, রন্-জন রঞ্জন, বন্-টন বণ্টন, উৎকন্-ঠা উৎকণ্ঠা, মন্-ডন মণ্ডন, কন্-প কম্প, আলন্-ব আলম্ব, স্তন্-ভ স্তম্ভ ইত্যাদি।

হ্রস্ব স্বরের পরস্থিত পদান্ত নকারের পর কোন স্বরবর্ণ থাকিলে ঐ নকারের দ্বির্ভাব হয়। যথা—ধাবন্-অজ ধাবন্নজ, সৃজন্-ঈশ্বর সৃজন্নীশ্বর ইত্যাদি। কিন্তু দীর্ঘ স্বরের পর ন থাকিলে দ্বির্ভাব হয় না; ঐ নকারে পরবর্ত্তী স্বর মিলিত হয়। যথা— মহান্-আদেশ মহানাদেশ ইত্যাদি।

পদান্ত নকারের পর তালব্য শ থাকিলে ঐ ন স্থানে ঞ্ এবং তালব্য শ স্থানে ছ হয়। যথা—মহান্-শব্দ মহাঞ্ছব্দ ইত্যাদি।

পদান্ত নকারের পর তালব্য শ থাকিলে চারি প্রকারে পদ সিদ্ধ হয়। যথা—মহান্-শব্দ মহাঞ্ছব্দ, মহাঞ্ চ্ছব্দ, মহাঞ্শব্দ মহাঞ্ শব্দ ইত্যাদি।

পদান্ত পকারের পর সমুদায় স্বরবর্ণ, প্রতিবর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং য র ল হ থাকিলে ঐ প স্থানে ব হইয়া পরের স্বর ও হল বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—অপ্-অবেক্ষণ অবেক্ষণ, অপ্-ঘন অব্ঘন, অপ্-ভাণ্ড অব্ভাণ্ড, অপ্-বাহক অব্বাহক, অপ্-যান অব্যান, অপ্-হীন অব্হীন ইত্যাদি।

কিন্তু পকারের পর হ থাকিলে ঐ হ স্থানে বিকল্পে ভ হয়। যথা—অপ্-হীন অব্হীন অব্ভীন ইত্যাদি।

পদ মধ্যস্থিত ষকারের পর ত থাকিলে ঐ ষ স্থানে ন্ হয়। যথা—শাম্-ত শান্ত, ক্ষাম্-তি ক্ষান্তি ইত্যাদি।

মূর্দ্ধন্য ষকারের পর ত থ ও ন থাকিলে ঐ ত স্থানে ট, থ স্থানে ঠ ও ন স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ হয়। যথা—চতুষ্-তয় চতুষ্টয়, ষষ্-থ ষষ্ঠ, কৃষ্-ন কৃষ্ণ ইত্যাদি।

১৯। স্বরের পর ছ থাকিলে তাহার দ্বিত্ব হয়। যথা—বৃক্ষ-ছায়া বৃক্ষচ্ছায়া, পরি-ছদ পরিচ্ছদ ইত্যাদি।

অনুস্বার সন্ধি।

অনুস্বারের সহিত স্বর ও হলবর্ণের এবং হলবর্ণে হল-বর্ণে মিলন হইলে অনুস্বার সন্ধি হয়।

১। অনুস্বারের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঐ অনুস্বার স্থানে ম হইয়া পরবর্ত্তী স্বরবর্ণে যুক্ত হয়। যথা—সং-অধিক সমধিক, সং-আশ্রিত সমাশ্রিত, ত্বং-ঈশ্বর ত্বমীশ্বর, ত্বং-এব ত্বমেব, সং-ঋদ্ধি সমৃদ্ধি ইত্যাদি।

২। অনুস্বারের পর যে বর্গীয় বর্ণ থাকে, অনুস্বার স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা—শং-কর শঙ্কর, সং-খ্যা সঙ্খ্যা, সং-গ্রহ সঙ্গ্রহ, সং-ঘটন সঙ্ঘটন, সং-চয় সঞ্চয়, ধনং-জয় ধনঞ্জয়, সায়ং-ঝিল্লী সায়ঞ্ঝিল্লী, সং-টলন সণ্টলন, সং-তরণ সন্তরণ, পং-থা পন্থা, সং-দর্শন সন্দর্শন, সং-ধান সন্ধান সং-নিপাত সন্নিপাত, অভিসং-পাত অভিসম্পাত

লং-ফ লম্ফ, বারং-বার বারম্বার, সং-ভোগ সম্ভোগ, সং-মান সম্মান ইত্যাদি।

পদান্ত নকারের পর চ ছ, ট ঠ, ও ত থ থাকিলে ঐ নকার স্থানে অনুস্বার, চ স্থানে শচ, ছ স্থানে শছ, ট স্থানে ষ্ট, ঠ স্থানে ষ্ঠ, ত স্থানে স্ত, থ স্থানে স্থ হয়। যথা—মহান্-চতুর মহাংশ্চতুর, মহান্-ছাগ মহাংশ্ছাগ, মহান্-টঙ্কার মহাংষ্টঙ্কার, মহান্-থুৎকার মহাংস্থুৎকার ইত্যাদি। কিন্তু প্রশান্ শব্দের নকারের পর ত থাকিলে ঐ রূপে পদ সিদ্ধ হয় না; ঐ নকার তকারে যুক্ত হইয়া যায়। যথা—প্রশান্-তথা প্রশান্তথা।

পদমধ্যস্থিত নকারের পর তালব্য শ, দন্ত্য স ও হ থাকিলে ঐ ন স্থানে অনুস্বার হয়। যথা—দন্-শন দংশন, হিন্-সা হিংসা, বৃন্-হিত বৃংহিত ইত্যাদি।

পদমধ্যস্থিত মকারের পর দন্ত্য স থাকিলে ঐ ম স্থানে অনুস্বার হয়। যথা—রম্-স্যমান রংস্যমান ইত্যাদি।

পুং শব্দের পর প্রতিবর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ থাকিলে এক সকারের আগম হয়। যথা—পুং-কোকিল পুংস্কোকিল, পুং-খগ পুংস্খগ, পুং-চাতক পুংশ্চাতক, পুং-ছাগ পুংশ্ছাগ, পুং-টিট্টিভ পুংষ্টিট্টিভ, পুং-ঠক্কুর পুংষ্ঠক্কুর, পুং-তপস্বী, পুংস্তপস্বী, পুং-পক্ষী পুংস্পক্ষী, পুং-ফণী পুংস্ফণী ইত্যাদি। কিন্তু যফলা যুক্ত খ পরে থাকিলে হয় না। যথা—পুং-খ্যাত, পুংখ্যাত ইত্যাদি।

বিসর্গ সন্ধি।

বিসর্গের সহিত স্বর কিম্বা হলবর্ণের মিলন হইলেই বিসর্গ সন্ধি হয়।

বিসর্গ সন্ধিতে হলন্ত দন্ত্য স ও রকারকে বিসর্গ করিয়া সন্ধিকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। যথা—মনস্ মনঃ, নির্ নিঃ, অধস্ অধঃ, অন্তর্ অন্তঃ ইত্যাদি। র স্থানে জাত বিসর্গকে রজাত, স স্থানে জাত বিসর্গকে সজাত বলা যায়।

১। অকারাশ্রিত বিসর্গের পর অ থাকিলে ঐ বিসর্গ ও পরবর্ত্তী অ স্থানে ওকার হয়। যথা—মনঃ-অভীষ্ট মনোভীষ্ট, নূতনঃ-অঙ্কুর নূতনোঙ্কুর ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষায় এই সন্ধিতে লুপ্ত অকারের চিহ্ন থাকে। যথা—মনঃ-অভীষ্ট মনোঽভীষ্ট ইত্যাদি।

২। অকারাশ্রিত বিসর্গের পর অ ভিন্ন অন্য কোন স্বর বর্ণ থাকিলে ঐ বিসর্গের লোপ হয়; বিসর্গের লোপ হইলে পুনর্ব্বার সন্ধি হয় না। যথা—অধঃ আবিষ্কৃত অধআবিষ্কৃত, সুন্দরঃ-ইত্যাদি সুন্দরইত্যাদি, মনঃ-ঈশ্বর মনঈশ্বর, শিরঃ-উপরি শিরউপরি, শিরঃ-ঊর্দ্ধ শিরঊর্দ্ধ, তপঃ-ঋষি তপঋষি, অতঃ-এব অতএব, পুরঃ-ঐশ্বর্য্য পুরঐশ্বর্য্য, মনঃ-ওষধি মনওষধি, মনঃ-ঔদার্য্য মনঔদার্য্য ইত্যাদি।

কিন্তু এই ধর্ম্মাক্রান্ত মনীষা শব্দের এনিয়মানুসারে

সন্ধি হয় না। যথা—মনঃ-ঈষা মনীষা। ইহার বিসর্গের লোপ হইয়া পরপদের দীর্ঘ ঈ পূর্ব্বপদে যুক্ত হয়।

সন্ধির যে স্থলে বিসর্গের লোপ হয়, তাহার পর যদি স্বরবর্ণ থাকে, তাহা হইলে কোন কোন বৈয়াকরণ বিসর্গ স্থানে বিকল্পে য় করিয়া পরের স্বর তাহাতে যুক্ত করিয়া দেন। যথা—অতঃ-উপরি অতউপরি অতয়ুপরি ইত্যাদি।

৩। অকারাশ্রিত রজাত বিসর্গের পর স্বরবর্ণ থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে র হইয়া পরবর্ত্তী স্বর বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—অন্তঃ-অঙ্গ অন্তরঙ্গ, অন্তঃ-আত্মা অন্তরাত্মা, অন্তঃ-ঈক্ষ অন্তরীক্ষ, পুনঃ-উক্তি পুনরুক্তি, প্রাতঃ-এব প্রাতরেব, পুনঃ-ঐক্য পুনঃ-রৈক্য, অন্তঃ-ওষধি অন্তরোষধি, অন্তঃ-ঔষধ, অন্ত-রৌষধ ইত্যাদি।

৪। অকারাশ্রিত রজাত বিসর্গের পর প্রতি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য় ল হ থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে রেফ হয়। যথা—মাতঃ-গঙ্গে মাত-র্গঙ্গে, পুনঃ-ঘাত পুনর্ঘাত, পুনঃ-জন্ম পুনর্জ্জন্ম, পুনঃ-ঝঞ্ঝা পুনর্ঝঞ্ঝা, পুনঃ-দান পুনর্দ্দান, অন্তঃ-ধান অন্তর্ধান, পুনঃ-নীতি পুনর্নীতি, অন্তঃ-বাহ্য অন্তর্ব্বাহ্য, পুনঃ-ভূ পুনর্ভূ, মাতঃ-মেদিনি মাতর্মেদিনি, অন্তঃ-যামী

অন্তর্যামী, পুনঃ-লীলা পুনর্লীলা, অন্তঃ-হর্ষ অন্তর্হর্ষ ইত্যাদি।

৫। অকারাশ্রিত বিসর্গের পর প্রতি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য় র ল হ থাকিলে বিসর্গ স্থানে ওকার হয়। যথা—অধঃ-গমন অধোগমন, শিরঃ-ঘাত, শিরোঘাত, সদ্যঃ-জাত সদ্যোজাত, পুরঃ-ঝঞ্ঝা পুরোঝঞ্ঝা, পুরঃ-ডমরু পুরোডমরু, পুরঃ-ঢক্কা পুরোঢক্কা, মূর্দ্ধন্যঃ-ণকার মূর্দ্ধন্যোণকার, মনঃ-দান মনোদান, পয়ঃ-ধর পয়োধর, মনঃ-নীত মনোনীত, বয়ঃ-বৃদ্ধি বয়োবৃদ্ধি, পুরঃ-ভাগ পুরোভাগ, মনঃ-মধ্য মনোমধ্য, মনঃ-যোগ মনোযোগ, মনঃ-রম মনোরম, যশঃ লাভ যশোলাভ, পুরঃ-হিত পুরোহিত ইত্যাদি।

৬। অ আ ভিন্ন স্বরাশ্রিত বিসর্গের পর স্বর বর্ণ থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে র হয়; পরবর্ত্তী স্বর ঐ রকারে যুক্ত হয়। যথা—নিঃ-অবকাশ নিরবকাশ, নিঃ-আসন নিরাসন, নিঃ-ইচ্ছুক নিরিচ্ছুক, নিঃ-উৎসাহ নিরুৎসাহ, দুঃ-ঊহ দুরূহ, নিঃ-ঋদ্ধি নির্ঋদ্ধি, পরেদ্যুঃ-এব পরেদ্যুরেব, নিঃ-ঐশ্বর্য্য নিরৈশ্বর্য্য, নিঃ-ওষধি নিরোষধি, নিঃ-ঔদার্য্য নিরৌদার্য্য ইত্যাদি।

৭। অ আ ভিন্ন স্বরাশ্রিত বিসর্গের পর প্রতি-বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য় ল হ

থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে রেফ হয়। যথা—দুঃ-গতি দুর্গতি, নিঃ-ঘাত নির্ঘাত, দুঃ-জন দুর্জ্জন, নিঃ-ঝর নির্ঝর, চতুঃ-ডমরু চতুর্ডমরু, চতুঃ-ঢক্কা চতুর্ঢক্কা, দুঃ-দান্ত দুর্দ্দান্ত, নিঃ-ধন নির্ধন, দুঃ-নীতি দুর্নীতি, নিঃ-বল নির্ব্বল, চতুঃ-ভুজ চতুর্ভুজ, মুহুঃ-মুহুঃ মুহুর্মুহুঃ, দুঃ-যোগ দুর্যোগ, নিঃ-লজ্জ নির্লজ্জ, নিঃ-হর্ষ নির্হর্ষ ইত্যাদি।

৮। অকারাশ্রিত রজাত বিসর্গের পর র থাকিলে বিসর্গ স্থানে র হইয়া লুপ্ত হয়; এবং অকার স্থানে আকার হয়। যথা—মাতঃ-রক্ষ মাতারক্ষ ইত্যাদি। কিন্তু অহন্ শব্দের বিসর্গের পর কেবল রাত্র, রূপ ও রথন্তর শব্দ থাকিলে এনিয়মানুসারে সন্ধি হয় না; বিসর্গ স্থানে ওকার হয়। যথা—অহঃ-রাত্র অহোরাত্র, অহঃ-রূপ অহোরূপ, অহঃ-রথন্তর অহোরথন্তর। অন্যত্র ওকার হয় না। যথা—অহঃ-রজনী অহারজনী ইত্যাদি।

৯। ইকার উকারাশ্রিত বিসর্গের পর র থাকিলে বিসর্গ স্থানে র হইয়া লুপ্ত হয়; এবং ইকার ও উকার দীর্ঘ হয়। যথা—নিঃ-রব নীরব, সাধুঃ-রাজাধিরাজ সাধূরাজাধিরাজ ইত্যাদি। রকারে রকার যুক্ত হইতে পারে না, এজন্য রকারের লোপ হয়।

১০। বিসর্গের পর চ ছ থাকিলে বিসর্গস্থানে তালব্য শ, ট ঠ থাকিলে মূৰ্দ্ধন্য ষ, ক খ ত থ প ফ থাকিলে দন্ত্য স হয়। যথা—যশঃ-চন্দ্র যশশ্চন্দ্র, বক্ষঃ-ছেদ বক্ষশ্ছেদ, ধনুঃ-টঙ্কার ধনুষ্টঙ্কার, যশঃ-ঠক্কুর যশষ্ঠক্কুর, অন্তঃ-করণ অন্তস্করণ, ভাঃ-খর ভাস্খর, মনঃ-তাপ মনস্তাপ ; নিঃ-থুৎকার নিস্থুৎকার, বাচঃ-পতি বাচস্পতি, ভাঃ-ফেরু ভাস্ফেরু ইত্যাদি।

কিন্তু ত্কারের পর স থাকিলে বিসর্গ স্থানে স হয় না। যথা—কঃ-ৎসরু কঃৎসরু ইত্যাদি।

রজাত বিসর্গের পর প্রতি বর্গের আদ্য দুই বর্ণ থাকিলে বিসর্গ স্থানে বিকল্পে রেফ হয়। যথা—অন্তঃ-করণ অন্তস্করণ অন্তর্করণ, গীঃ-পতি গীস্পতি গীর্পতি, ধুঃ-পতি ধুস্পতি ধুর্পতি ইত্যাদি। কিন্তু অহন্ শব্দের বিস-র্গের পর কেবল ক থাকিলে ঐ বিসর্গ স্থানে কেবল স হয়, রেফ হয় না। যথা—অহঃ-কর অহস্কর ; অহর্কর হয় না। অন্যত্র, অহঃ-পতি অহস্পতি অহর্পতি ইত্যাদি।

১১। যদি অকার ভিন্ন স্বরবর্ণের পর বিসর্গ থাকে, তৎপরে ক খ প ফ থাকে, তাহা হইলে বিসর্গ স্থানে মূৰ্দ্ধন্য ষ হয়। যথা—নিঃ-কর নিষ্কর, দুঃ-খ দুষ্খ, ভ্রাতুঃ-পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র, নিঃ-ফল নিষ্ফল, উচ্চৈঃ-ফণা উচ্চৈষ্ফণা ইত্যাদি।

বিসর্গের পর যে সকার থাকে, বিসর্গ স্থানে সেই সকার

হইয়া পরবর্ত্তী সকারে যুক্ত হয়। যথা—মনঃ-শান্তি মনশ্‌শান্তি, পুরঃ-সর পুরস্‌সর, পুনঃ-ষষ্ঠ পুনষ্‌ষষ্ঠ ইত্যাদি।

ভোঃ এই বিসর্গান্ত শব্দের পর স্বরবর্ণ, প্রতিবর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, ও পঞ্চমবর্ণ এবং য় র ল হ থাকিলে ঐ ভোঃ শব্দের বিসর্গ লুপ্ত হয়। যথা—ভোঃ-অচ্যুত ভোঅচ্যুত, ভোঃ-ইন্দ্র ভোইন্দ্র, ভোঃ-ঈশ্বর ভোঈশ্বর, ভোঃ-উমেশ ভোউমেশ, ভোঃ-গঙ্গেশ ভোগঙ্গেশ, ভোঃ-ঘনশ্যাম ভোঘনশ্যাম, ভোঃ-মিত্র ভোমিত্র, ভোঃ-যাদব ভোঃ-যাদব, ভোঃ-রমানাথ ভোরমানাথ, ভোঃ-হরে ভোহরে ইত্যাদি।

বঙ্গভাষায় যত দূর পর্য্যন্ত সন্ধির আবশ্যক, এই সন্ধি-প্রকরণে তাহা নিবেশিত হইয়াছে; এবং যে সকল সংস্কৃত শব্দ বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই সকল শব্দে-রই উদাহরণ প্রদর্শন করা গিয়াছে। তবে অগত্যা কদা-চিৎ দুই একটী সংস্কৃত পদের উদাহরণ দিতে হইয়াছে।

সন্ধি যোগ্য কোন কোন পদের সন্ধি না করিয়া প্রয়োগ করাই প্রশস্ত। যেমন দুঃখ ও অন্তঃকরণ শব্দের সন্ধিতে দুষ্‌খ ও অন্তস্করণ হয়। কিন্তু ইহাদের সন্ধি না করিয়াই প্রয়োগ করা যায়। সন্ধি না করিয়া পদ প্রয়োগ করি-লেও ব্যাকরণ দুষ্ট হয় না। তবে সুশ্রাব্যতার নিমিত্ত শিষ্ট পরম্পরায় সন্ধির ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। সন্ধি করিলে যে সকল শব্দ সুশ্রাব্য না হয়, সে সকল শব্দের সন্ধি করা কর্ত্তব্য নহে।

ণত্ব-বিধি।

১। র ষ ঋ ৠ বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য ন স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ হয়। যথা—কারণ, ব্রণ, স্বর্ণ, ভূষণ, কৃষ্ণ, ঋণ, তৃণ, পিতৄণ ইত্যাদি।

২। স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য় হ এবং অনুস্বার মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও দন্ত্য ন স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ হয়। যথা—ত্রাণ, হরিণ, চতুর্ধুরীণ, তরুণ, ভ্রূণ, সুষেণ, স্ত্রৈণ, বিষাণ, ক্ষিণ্ন, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ন, ক্ষৈণ, ক্ষোণি, ক্ষৌণী, নারকিণী, রাগিণী, রোগিণী, দ্রুঘণ, দৈর্ঘিণী, রোপণ, ভ্রমণ, শ্রবণ, কার্ষাপণ, কৃপণ, বৃংহণ ইত্যাদি।

অন্য বর্ণ ব্যবধানে দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—রচনা মূর্চ্ছনা, বর্জ্জন, রটন, ক্রীড়ন, মর্দ্দন, বর্দ্ধন, দর্শন, রসনা ইত্যাদি।

৩। কারণ সত্ত্বেও পদান্ত ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—কারিন্, মিষ্টভাষিন্, তৃন্, গুণগ্রাহিন্, শর্ম্মন্, ব্রহ্মন্ ইত্যাদি।

৪। নকারে টবর্গীয় বর্ণ যুক্ত হইলে ঐ ন কারণাভাবেও মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—কণ্টক, কণ্ঠ, পিণ্ড, ঢুণ্টি, ইত্যাদি।

৫। তবর্গীয় বর্ণ সংযুক্ত ন কারণ সত্ত্বেও মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—শ্রান্তি, রত্ন, গ্রন্থ, ক্রন্দন, রন্ধন, নিরন্ন ইত্যাদি।

৬। গকারের পর কেবল স্বর ব্যবধানে ন প্রায় মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—গণনা, গাণপত্য, গণিত, গাণিক্য, গণেশ, গুণী, গোণী গৌণ ইত্যাদি। কিন্তু গান অঙ্গনাদি শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয় না।

আর গগন ফাল্গুন এই দুই শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—গগন গগণ, ফাল্গুন ফাল্গুণ।

ফেন শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—ফেন ফেণ।

বৈয়াকরণদিগের পরস্পর গগন, ফাল্গুন, ফেন শব্দের নকার বিষয়ে বিলক্ষণ বিতণ্ডা হইয়া থাকে। যাঁহারা ঐ সকল শব্দে দন্ত্য ন ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা কহেন ;—

" গগনে ফাল্গুনে ফেনে ণত্ব মিচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ।"

মূর্খ লোকেরাই গগন, ফাল্গুন, ফেন শব্দে ণত্ব ব্যবহার করিয়া থাকে।

যাঁহারা ণত্ব ব্যবহার করেন, তাঁহারা কহেন ;—

" গগণে ফাল্গুণে ফেণে ণত্বং নেচ্ছন্তি বর্ব্বরাঃ।"

মূর্খেরাই গগণ, ফাল্গুণ, ফেণ শব্দে ণত্ব ব্যবহার করে না।

৭। কারণসত্ত্বেও পৃথক্ পদের ন মূর্দ্ধন্য হয় না।—যথা—সুস্বরগান, গিরিনন্দিনী, হরনন্দন, চতুরানন, ত্রিনেত্র, সর্ব্বনাম, ভূঙ্গনাদ, ত্রিনয়ন, ইন্দ্রবাহন, নর-

নারায়ণ, নরবাহন, চারুনেত্রা, গিরিগহন, রঘুনন্দন, চিত্রভানু, দীর্ঘনয়না, বারিনিধি, বার্নিধি, পুনর্নবা, স্বর্ভানু, সুরানন্দ, ময়ূরনর্ত্তন, দুর্নীতি বৃষবাহন, সুনয়ন, নৃযান, ইত্যাদি।

নাথান্ত শব্দের ন কারণসত্ত্বেও মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—হরনাথ, হরিনাথ, রামনাথ, রমানাথ ইত্যাদি।

অন্য পদস্থিত ন স্ত্রীলিঙ্গের ঈ প্রত্যয়ে মিলিত হইলে বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—হরিভাবিনী হরিভাবিণী, বিষপায়িনী, বিষপায়িণী ইত্যাদি।

কিন্তু পরপদ কবর্গ যুক্ত হইলে ন নিত্য মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—গৃহগামিণী, দোষভাগিণী ইত্যাদি।

কামিনী, ভামিনী, যামিনী, ভগিনী, যূনী প্রভৃতি শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—পরকামিনী, হরভামিনী, ঘোর-যামিনী, মাতৃভগিনী, শূদ্রযূনী ইত্যাদি।

৮। উত্তর চান্দ্র, নারা, পর, পার, রাম শব্দের পরস্থিত অয়ন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ, পরায়ণ, পারায়ণ, রামায়ণ।

৯। আম্র, ইক্ষু, কার্য্য, খদির, প্লক্ষ, পীযূক্ষা, শর প্র, নির্, অন্তর্ এই সকল শব্দের পরবর্ত্তী বন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—আম্রবণ, ইক্ষুবণ, কার্য্যবণ, খদিরবণ, প্লক্ষবণ, পীযূক্ষাবণ, শরবণ, প্রবণ, নির্ব্বণ, অন্তর্ব্বণ।

১০। সংজ্ঞা বুঝাইলে সারিকা, মিশ্রকা, সিধ্রকা,

কোটরা, পুরগা, অগ্রে এই সকল শব্দের পরবর্ত্তী বন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—সারিকাবণ, মিশ্রকাবণ, সিধ্রকাবণ, কোটরাবণ, পুরগাবণ, অগ্রেবণ।

দ্বি বা ত্রিস্বরযুক্ত বৃক্ষ ও ওষধিবাচক শব্দের পরবর্ত্তী বন শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। বৃক্ষবাচক, যথা—কেসরবণ, কেসরবন, জম্বীরবণ জম্বীরবন, দ্রাক্ষাবণ দ্রাক্ষাবন, মন্দারবণ মন্দারবন, মালূরবণ মালূরবন, বদরীবণ বদরীবন, লোধ্র-বণ, লোধ্রবন, শিরীষবণ শিরীষবন ইত্যাদি। ওষধি-বাচক, যথা—আর্দ্রকবণ আর্দ্রকবন, উশীরবন উশীরবন, ক্ষুমাবণ ক্ষুমাবন, জীরকবন জীরকবণ, দর্ভবণ দর্ভবন, দুর্ব্বা বণ দূর্ব্বাবন, নীবারবণ নীবারবন, ব্রীহিবণ ব্রীহিবন, মাষ-বণ মাষবন, রম্ভাবণ রম্ভাবন, সর্ষপবণ সর্ষপবন ইত্যাদি।

কিন্তু তিমিরা, তিরিকা, ইরিকা, বিদারী, হরিদ্রা এই সকল শব্দের পরস্থিত বন শব্দের ন বিকল্পেও মূর্দ্ধন্য হইবে না। যথা—তিমিরাবন, তিরিকাবন, ইরিকাবন, বিদারীবন, হরিদ্রাবন।

তিন স্বরের অধিক স্বর যুক্ত বৃক্ষ ও ওষধি বাচক শব্দের পর বন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—উদুম্বরবন, কর্ণিকা-রবন, কুরুবকবন, কোবিদারবন, দেবদারুবন, নাগরঙ্গবন, নারিকেলবন, নাগকেসরবন, পারিভদ্রবন, বোধিদ্রুমবন, রাজমাষবন, রাজবৃক্ষবন, সহকারবন ইত্যাদি।

১০। অপর পর, পূর্ব্ব, প্র প্রভৃতি শব্দের পরস্থিত

অহ্ন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ পূর্ব্বাহ্ণ, প্রাহ্ণ ইত্যাদি।

১১। বয়স্ অর্থে ত্রি ও চতুর্ শব্দের পরস্থিত হায়ন শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—ত্রিহায়ণী গো, চতুর্হায়ণী গো।

১২। সূর্প শব্দের পরবর্ত্তী নখ শব্দের এবং গ্রাম ও অগ্র শব্দের পরস্থিত নী শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—সূর্পণখা অগ্রণী, গ্রামণী।

১৩। দুর্ উপসর্গের পরবর্ত্তী ধাতু সম্বন্ধীয় ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—দুর্নাম দুর্নীতি, দুর্নয় ইত্যাদি।

মাসার্থে অগ্র শব্দের পর হায়ন শব্দের এবং সংখ্যার্থে অক্ষ শব্দের পর ঊহিনী শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—অগ্রহায়ণ, অক্ষৌহিণী।

কারণ সত্ত্বেও পান শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—সুরাপান সুরাপাণ, নীরপান নীরপাণ, ক্ষীরপান ক্ষীরপাণ, পীযূষপান পীযূষপাণ, কষায়পাণ কষায়পান, বিষপাণ বিষপান ইত্যাদি।

নিম্ন লিখিত কয়েক শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—আর্গয়ন আর্গয়ণ, গিরিনদী গিরিণদী, গিরিনিতম্বা গিরিণিতম্বা, গিরিনখ গিরিণখ, গিরিনদ্ধ গিরিণদ্ধ, চক্রনদী চক্রণদী, চক্রনিতম্বা চক্রণিতম্বা, তুর্য্যমান তুর্য্যমাণ, মাষোন মাষোণ, স্বর্নদী স্বর্ণদী।

কারণ সত্ত্বেও কৃৎ প্রত্যয়ের ন কোন হলবর্ণে মিলিত হইলে মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—প্রমগ্ন, পরিমগ্ন, প্রভগ্ন ইত্যাদি।

যদি পূর্ব্বপদ জাত মূর্দ্ধন্য ষ পরপদে যুক্ত থাকে; তাহা হইলে পরপদের ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—নিষ্পন্ন, দুষ্পান, নিষ্পান ইত্যাদি।

নিন্দ, নিংস ও নিক্ষ ধাতুর ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—প্রনিন্দন প্রণিন্দন, প্রনিংসিতব্য প্রণিংসিতব্য, প্রনিক্ষণ প্রণিক্ষণ ইত্যাদি।

নির্, প্র, পরা, পরি উপসর্গ ও অন্তর্ শব্দের পরবর্ত্তী অন, নদ, নম, নশ, নহ, নী, নু, নুদ, হন এই নয় ধাতুর ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—প্রাণ, নির্ণাদ, প্রণাদ, অন্তর্ণাদ, প্রণাম, প্রণতি, পরিণাম। প্রণাশ, পরিণাশ, অন্তর্ণাশ, (কিন্তু ট ঠ প্রভৃতি বর্ণ সংযোগে নশ ধাতুর তালব্য শ মূর্দ্ধন্য হইলে ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—প্রনষ্ট, পরিনষ্ট, অন্তনষ্ট, নির্নষ্ট,) পরিণাহ, প্রণয়, পরিণয়, নির্ণয়, প্রণব, প্রণোদ। প্রহণন, পরাহণন, পরিহণন, নির্হণন, অন্তর্হণন। এই হন ধাতুর হকার ঘকারে পরিণত হইলে ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—শত্রুঘ্ন ইত্যাদি।

প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গ এবং অন্তর্ শব্দের পরবর্ত্তী ধাতু সম্বন্ধীয় কৃৎ প্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—প্রাপণ, প্রমাণ, পরিমাণ, নির্ম্মাণ, প্রয়াণ, অন্তর্যাণ ইত্যাদি।

যে যে ধাতুর প্রথমেই হলবর্ণ থাকে, এবং অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বে অ আ ভিন্ন স্বর থাকে, সেই সেই ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—কুপধাতু, প্রকোপণ প্রকোপন, গুপধাতু, পরিগোপণ, পরিগোপন ইত্যাদি।

কারণ থাকিলে গদ, চি, দা, দান, দে, দো, দিহ, দ্রা, ধা, ধে, নদ, পত, পদ, প্সা, বপ, বহ, বা, মা, যা, শম, সো হন, এই সকল ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী নি উপসর্গের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—গদ, প্রণিগদন, দা, প্রণিদান, পত, প্রণিপাত, ধা, প্রণিধান, হন, প্রণিহনন, নদ, প্রণিনাদ ইত্যাদি।

প্র, দ্রু, খর, বাধ্রী, দুর্, নির্ শব্দের পরবর্ত্তী নস শব্দের ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—প্রণস, দ্রুণস, খরণস, বাধ্রীণস, নির্ণস, দুর্ণস।

নিম্নলিখিত অঙ্গণাদি শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—অঙ্গণ অঙ্গন, অণক অনক, পণায়িত পনায়িত, গাণব্য গানব্য, শাণ শান ইত্যাদি।

আণক শব্দের ন নিকৃষ্ট অর্থে মূর্দ্ধন্য, বাদ্য যন্ত্র অর্থে দন্ত্য, বন শব্দের ন নূপুরাদির ধ্বনি অর্থে মূর্দ্ধন্য, অরণ্য অর্থে দন্ত্য, লবণ শব্দের ন রসার্থে মূর্দ্ধন্য, ধান্যাদি ছেদনার্থে দন্ত্য হইয়া থাকে। যথা—আণক, আনক, বন বণ, লবণ লবন ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষাতে কারণ সত্ত্বেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হইতে পারে না। এই কারণেই বঙ্গভাষায় অজন্ত উচ্চারিত ক্রিয়াপদের নও মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—ব্যাকরণ ধরান গেল। অলঙ্কার পরান হইল ইত্যাদি।

অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্বতন পণ্ডিত মহাশয়েরা কারণ পাইলে বিজাতীয় ভাষাতেও দন্ত্য ন স্থানে মূর্দ্ধন্য ণ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা কেবল সংস্কৃত ভাষার নিমিত্তই

ষত্ব ণত্বের বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, প্রাগুক্ত মত কোন ক্রমেই যুক্তি সম্মত বোধ হয় না।

স্বাভাবিক মূর্দ্ধন্য ণকার।

কিঙ্কিণী কঙ্কণ, কুণপ টঙ্কণ, কাকিণী কণেরু তূণ।
বণিক শোণিত, কল্যাণ কণিত, লাবণ্য পণব ঘুণ॥
অণু এণ কাণ, বেণী বেণু বাণ, কণা কিণ বীণা বাণী।
উৎকুণ মৎকুণ, উল্বণ নিপুণ, কফোণি কফণি পাণি॥
স্থাণু স্থূণা কোণ, শণ শাণ শোণ, পণ্য পুণ্য আণি ক্বণ।
কণাদ কণিশ, তূণীর কণিষ, অণক বাণিনী কণ॥
মাণিক্য চিক্কণ, পাণিঘ পক্কণ, চাণুর চাণক্য তূণী।
কোণি অণি অণী, অণীয়স মণি, কণীয়স্ কূণি কুণি॥
কৌণপ বিপণি, ঘোণা ঘোণী ফণী, পুণ্যক পিণ্যাক বণ
কণিকা পণিত, মণিক ভণিত, পণিতব্য পুণ্যজন॥
কিণিহী ফাণিত, পণ্যা পণায়িত, কুবেণী কুবেণি পণ।
আপণ আণব্য, চণক মাণব্য, মূর্দ্ধণ্য ণকার গণ॥

ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের ন কারণাভাবেও মূর্দ্ধন্য হইয়া থাকে।

ষত্ব-বিধি।

১। শ ষ স এই তিন বর্ণ যে যে স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, সেই সেই স্থানোচ্চার্য্য বর্গীয় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের পূর্ব্বে নিত্য সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ তালব্য শ, তালব্য বর্ণ চ ছ পূর্ব্বে, মূর্দ্ধন্য ষ, মূর্দ্ধন্য বর্ণ ট ঠ ণ পূর্ব্বে এবং দন্ত্য স, দন্ত্য বর্ণ ত থ ন পূর্ব্বে নিত্য সংযুক্ত হয়। যথা—নিশ্চয়, নিশ্ছিদ্র, শিষ্ট, ওষ্ঠ, কৃষ্ণ, প্রস্তর, স্থান, স্নান ইত্যাদি। আর দন্ত্য স বর্গীয় কণ্ঠ্য বর্ণ ক খ এবং ওষ্ঠ্য বর্ণ প ফ ম এই পাঁচ বর্ণের পূর্ব্বেও সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—ভাস্কর, স্খলন, স্পর্শ, আস্ফালন, ভস্ম ইত্যাদি। কিন্তু অ আ ভিন্ন স্বরের পর ক খ প ফ ম থাকিলে দন্ত্য স প্রায় মূর্দ্ধন্য ষকারে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা—নিষ্কাম, পরিষ্কার, পুষ্কর, নিষ্খলন, দুষ্খ নিষ্পাপ পুষ্প, নিষ্ফল, দুষ্ফল, গ্রীষ্ম, যুষ্মদীয়, উষ্ম, উচ্চৈষ্ফণা ইত্যাদি।

দন্ত্য নকারের পূর্ব্বে তালব্য শকারও যুক্ত হইয়া থাকে। যথা—প্রশ্ন ইত্যাদি। আর মকারের পূর্ব্বে তিন সকারই যুক্ত হইয়া থাকে। যথা—স্মরণ, কাশ্মীর, ভীষ্ম ইত্যাদি।

॥

কিন্তু পরি এই উপসর্গের ইকারের পর স্কন্দ ধাতুর দন্ত্য স বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা পরিষ্কন্দ পরিস্কন্দ, পরিষ্কণ্ণ পরিস্কণ্ণ ইত্যাদি।

নি, নির্, বি এই তিন উপসর্গের ইকারের পর স্ফুর ও স্ফুল ধাতুর দন্ত্য স বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—নিষ্ফুরণ নিস্ফুরণ, নিঃষ্ফুরণ নিঃস্ফুরণ, বিষ্ফুরণ বিস্ফুরণ। নিষ্ফুলন, নিস্ফুলন, নিঃষ্ফুলন নিঃস্ফুলন, বিষ্ফুলন, বিস্ফুলন ইত্যাদি।

২। অ আ ব্যতীত স্বর, এবং ক র বর্ণের পরবর্ত্তী সাৎ প্রত্যয়ের স ভিন্ন কৃত সকার মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—নিষ্কর, দুষ্কর, উচ্চৈষ্ফণা, গুণনিধিষু, নারীষু, সাধুষু, বধূষু, জামাতৃষু, শ্রীচরণেষু, প্রাণাধিকেষু, গোষু, নৌষু, দিক্ষু, চতুষু, জিগমিষা, উপচিকীর্ষা জিগীষা ইত্যাদি।

বিসর্গ, বিভক্তি এবং প্রত্যয়াদির আগন্তুক সকারকে কৃত সকার বলা যায়।

৩। যদি সমাস হয়, তবে অঙ্গুলি ও অঙ্গুরী শব্দের পরবর্ত্তী সঙ্গ শব্দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—অঙ্গুলিষঙ্গ, অঙ্গুরীষঙ্গ অঙ্গুরিষঙ্গ।

নি, অভি, এই দুই উপসর্গের পরস্থিত সঙ্গ শব্দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—নিষঙ্গ, নিষঙ্গী, অভিষঙ্গ, অভিষঙ্গী।

৪। দুর, নির্, বি, সু এই চারি উপসর্গের পরবর্ত্তী সম শব্দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—দুঃষম, নিঃষম, সুষম, বিষম।

অম্ব, আম্ব, ভূমি, কু, গো, অঙ্গু, মঞ্জি, অপ, ত্রি, পরমে, শেকু, শঙ্কু, সব্যে, সব্য, অগ্নি, পুঞ্জ, দ্বি, দিবি, এই সকল শব্দের পরস্থিত স্থ শব্দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। মূর্দ্ধন্য হইলে দন্ত্য সকারযুক্ত থকার ঠকারে পরিণত হয়। যথা—অম্বষ্ঠ, আম্বষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, কুষ্ঠ, গোষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠ, অপষ্ঠ, ত্রিষ্ঠ, পরমেষ্ঠ, শেকুষ্ঠ, শঙ্কুষ্ঠ, সব্যেষ্ঠ, সব্যষ্ঠ, অগ্নিষ্ঠ, পুঞ্জষ্ঠ দ্বিষ্ঠ, দিবিষ্ঠ।

যুধি ও গবি শব্দের পরস্থিত স্থির শব্দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—যুধিষ্ঠির, গবিষ্ঠির।

৫। যদি সমাস হয়, তবে মাতৃ ও পিতৃ শব্দের ঋকারের পরস্থিত স্বসৃ শব্দের প্রথম দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—মাতৃষ্বসা পিতৃষ্বসা। কিন্তু মাতৃ ও পিতৃ শব্দের তৃ স্থানে তুঃ হইলে তৎ পরস্থিত স্বসৃ শব্দের দন্ত্য স বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—মাতুঃষ্বসা, মাতুঃস্বসা, পিতুঃষ্বসা পিতুঃস্বসা।

বাস্প শব্দের স বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—বাষ্প, বাস্প।

৬। যদি সংজ্ঞাবোধক হয়, তাহা হইলে অ আ ব্যতীত স্বর বর্ণের পরবর্ত্তী সেনা শব্দের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—হরিষেণ, মধুষেণ, সুষেণ ইত্যাদি।

সংজ্ঞাবোধক না হইলে হয় না। যথা—কুরুসেনা, কপিসেনা ইত্যাদি।

৭। নি, পরি, বি উপসর্গের পরস্থিত সেব, সিব, সহ ধাতুর দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—নিষেবণ, পরিষেবণ, বিষেবণ, নিষিবণ, পরিষিবণ, বিষিবণ, নিষহণ, পরিষহণ বিষহণ ইত্যাদি। কিন্তু সিব ও সহ ধাতুর স বিকল্পে মূর্দ্ধন্য হয়।

৮। সু, বি, নির্, দুর্ উপসর্গের পরস্থিত স্বপ ধাতু স্থানে সুপ হইলে ঐ সুপের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—সুষুপ্তি, বিষুপ্ত, নিঃষুপ্ত, দুঃষুপ্ত।

৯। স্থ, সিধ, সিচ, সদ, স্ত, স্তভ, সু, সৃ, সেনি, সো, সঞ্জ, স্বঞ্জ, স্তম্ভ এই কয়েক ধাতুর পূর্ব্বে ইকার ও উকারান্ত উপসর্গ থাকিলে উহাদের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—প্রতিষ্ঠা, অনুষ্ঠান, নিষেধ, প্রতিষেধ, অভিষেক, সুষিক্ত বিষাদ, প্রতিষ্ঠম্ভ ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিপূর্ব্বক সদ ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—প্রতিসীদন। আর সু উপসর্গের পরস্থিত স্থা ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হইবে না। যথা—সুস্থ।

১০। শাস ধাতু স্থানে শিস্, বস ধাতু স্থানে উস্, ও সহ ধাতু স্থানে সাট্ ও সাড়্ হইলে উহাদের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—শিষ্য, শিষ্ট, উষ্ণ, উষিত,

অশুদ্ধি-শোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্র	পংক্তি
কর্ণ	বর্ণ	২	৬
প্রকৃতি	প্রভৃতি	৪	৬
দ্বাত্রিংশ	দ্বাত্রিংশৎ	৭	১
পূর্ব্ববর্ণের	পূর্ব্ববর্ণ	৮	১১
মহিল	মজিল	২৩	১২
বিন্মাত্র	বিণ্মাত্র	৩২	১৯
উৎ-ডডীয়মান	উৎ-ডীয়মান	৩৫	১২
পুংড়িভ	পুংষ্টিড়িভ	৩৯	১৯
দ্রুঘণ	দ্রুহণ	৪৬	৫৯
৩, ষিবণ	৩, ষীবণ	৫৭	৫
প্রতিসীদন	প্রতিসীদতি		১৬